সেবাশ্রম স্মরণিকা : শতবর্ষে

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

DAKSHIN KALIKATA SEVASRAM

Social Welfare Home

CENTENARY YEAR 2023-24

অ ভি ন ন্দ ন

রাষ্ট্রপতি—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বন্ধু,

আজ আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া যুগপৎ গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই দক্ষিণ কলিকাতায় অনাথ ভাণ্ডারের চাউল আদায় করিয়াই তুমি তোমার গৌরবময় কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলে এবং অনাথ আতুরের কথা তুমি কখনও বিস্মৃত হইতে পার নাই। তাই যখন ভাগ্যদোষে ভবানীপুরস্থিত অনাথ আশ্রমটি ভাঙিয়া পড়িল, তখন কোলাহলময় রাজনীতিক্ষেত্রে জড়িত থাকিলেও, তুমি ছুটিয়া আসিলে মাথায় তুলিয়া লইতে—অনাথের সেবা, শুশ্রূষা ও শিক্ষার ভার—অনুষ্ঠানটির নামকরণ করিলে "দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম," পাছে অন্য নামে সুকোমল বালকদিগের দুঃখের উদ্রেক হয়।

হে বন্ধু, আমরা ভুলি নাই তোমার সেই বিদায়বাণী যখন ক্রুদ্ধ রাজপুরুষেরা তোমায় বিনা বিচারে অজানিত কালের জন্য সুদূর ব্রহ্মদেশে কারারুদ্ধ করিল। আত্মীয় স্বজন হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ও কঠিন রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও তুমি যে এই সেবাশ্রমের অনাথ বালকদের চিন্তা ছাড়িতে পার নাই সে কথাও আমাদের স্মরণ আছে।

হে বন্ধু, তোমার নিকট হইতে যদি আমরা এই প্রকার উৎসাহ না পাইতাম তাহা হইলে হয়ত এই "সেবাশ্রমটিকে" বাঁচাইয়া রাখা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। তোমার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখমণ্ডল আমাদের সকল কর্ম্মে প্রেরণা যোগাইয়া আসিয়াছে এবং আমাদের ক্ষুদ্রশক্তির সম্মিলিত চেষ্টায় আশ্রমটি আজ উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে।

তুমি আজ আবার আমাদের মধ্যে আসিয়াছ—অনাথ বালকদের মুখের হাসি দেখিয়া তুমিও হাসিয়াছ—ইহাই আমাদের পরম আনন্দ, গৌরব ও উৎসাহ।

হে তাপস, হে কর্ম্মবীর, হে বঙ্গজননীর সুসন্তান! আশীর্ব্বাদ কর যেন আশ্রমের বালকগণ উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া দেশের ও দশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে শিখে, আর আমরাও যেন ভগবানের কৃপায় সেবাশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পরি।

ব ন্দে-মা ত র ম্

২৭, ল্যান্সডাউন রোড,
১৪ই চৈত্র, ১৩৪৪

গুণমুগ্ধ—
দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের কর্ম্মিবৃন্দ

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

Content :

স্বাগত শতবর্ষ - চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় ৩
Executive Committee : 2022-23 ৪
সেবাব্রতে সেবাশ্রম - শুভেন্দ্র মৌলিক ৫
Nara Narayan Seva - Argha Kumar Mitra ৬
একটি সার্থক উদ্যোগের বিকশিত রূপ ... - বিশ্বজিৎ মতিলাল ৭
First Governing Body ৮
Presidents, Secretaries & Treasurers ৯
Extracts from Constitution ১০
Extracts from By-laws ১২
সুভাষচন্দ্রের বাণী ১৩
দেশবন্ধুর শতবর্ষে বাসন্তী দেবীর বার্তা ১৬
গোড়ার কথা - শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ১৭
দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম সংক্রান্ত নেতাজীর পত্রাবলী ২০
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ৪৬
শ্রী অনাথবন্ধু দত্তকে লিখিত ৫১
শ্রী অনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখিত ৫৪
সুভাষচন্দ্র ও সেবাশ্রম - শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৫৫
তরুণের স্বপ্ন "সেবাশ্রম" - শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত ৫৮
সুভাষচন্দ্রের জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব - ৫৯
সুভাষবন্ধু দিলীপকুমার রায়ের একটি পত্র
A Few Words - Subhendra Maulik ৬২
Statutory police approval of the Managing Committee ৬৪
Letter from a former inmate who is now a scientist in New York ৭৪
সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ - শঙ্কর রায়চৌধুরী (প্রাক্তন ছাত্র) ৭৫

স্বাগত শতবর্ষ

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানগুলিতে সেবাশ্রমের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীকে সাদর আমন্ত্রণ করছি। সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষের অনুষ্ঠানগুলির সূচনা হচ্ছে।

সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পর দেশবন্ধুর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। আমাদের সেবাশ্রম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একান্ত আপনার ছিল ও তিনি বলেছিলেন ''আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি - তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ''দরিদ্র নারায়ণের'' সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব''।

সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় ও পরবর্তীকালে অনেক বিশিষ্টজন সেবাশ্রম পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বহু মানুষ আমাদের অর্থিক অনুদান ও সংক্রিয় সহযোগিতা করে আসছেন। তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও প্রতিষ্ঠার সময় থেকে দীর্ঘদিন সেবাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি কোষাধ্যক্ষ এর দায়িত্বও পালন করেন। এছাড়া, তিনি সেবাশ্রম পরিচালনার নিয়মাবলী প্রস্তুতে সহায়তা করেন।

সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে আমাদের দেশ ও সমাজের আর্থ সামাজিক অবস্থার অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। ''অনাথ'' এবং ''অসহায়'' শিশুর সংজ্ঞাও বদল হয়েছে। অসহায় শিশুর আশ্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার আরো প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। আমার প্রত্যাশা আজকের প্রজন্ম সমাজ সেবায় আরো সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়

চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

EXECUTIVE COMMITTEE : 2022-23

President :
Justice Sri Chittatosh Mookerjee (Retd.)

Vice Presidents :
Justice Dr. Sambudha Chakrabarti (Retd.)
Dr. Asok Kumar Ghosh
Dr. (Mrs.) Swapna Sen

Hony. Secretory :
Sri Subhendra Maulik

Asst. Secretary :
Sri Partha Jana
Dr. Aruna Chakraborty

Treasurer :
Sri Argha Kumar Mitra

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

Sri Sudhir Kumar Bannerjee
Dr. Archana Banerjee
Ms. Lopamudra Ghosh
Dr. Sankha Subhra Das
Sri Dibyendu Pal Chowdhury
Sri Goutam Kumar Bakshi
Dr. T. K. Ghosh
Sri Sandip Kr. Mukherjee
Sri Biswajit Matilal
Sri Debasish Roy
Dr. (Miss) Debdutta Chakraborty
Sri Jayanta Chatterjee
Sri Suchit Banerjee
Sri Ranajit Mallick
Smt. Bhaswati Banerjee
Smt. Dora Banerjee
Sri Biswajit Gangopadhyay
Sri P. K. Mukherjee
Sri Kaushik Mukerjee
Smt. Bani Mukherjee
Smt. Kalyani Banerjee
Dr. Jayanti Bose
Ms. Anulekha Ghatak
Smt. Shikha Mukherjee

CENTENARY CELEBRATION COMMITTEE

Justice Chittatosh Mookerjee, Chairperson
Sri Argha Kumar Mitra, Convenor
Justice (Dr.) Sambudha Chakrabarti
Sri Biswajit Gangopadhyay
Sri Kaushik Mukerjee
Sri Biswajit Matilal
Dr. Asok Kumar Ghosh
Sri Subhendra Maulik, Hony. Secretary

সেবাব্রতে সেবাশ্রম

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম শতবর্ষপূর্তিতে শ্রদ্ধাবণত প্রণাম জানায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চিরউজ্জ্বল স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এই দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বের অদম্য ইচ্ছাশক্তি, মহৎ ভাবনাকে পাথেয় করে সেবাশ্রম লক্ষ্যে স্থির থেকে সেবাব্রতকে মূলধন করে এগিয়ে চলার চেষ্টা করে চলেছে। সেবাশ্রমের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে যাঁদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে সেই সকল মহান সেবাব্রতী শরৎচন্দ্র বসু, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল মুখার্জী, পারিজাত ট্রাস্টের সদস্যবৃন্দ, ডাঃ অমরনাথ মুখার্জী, রমাপ্রসাদ মুখার্জী, অনাথবন্ধু দত্ত, প্রাক্তন সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ এবং বিশিষ্ট সেবাকর্মীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম। এই দীর্ঘ পথ চলার মাঝে কিছু কঠিন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সেবাশ্রম সক্ষম হয়েছে সেই সকল সমস্যার মোকাবিলা করে অনাথ, অসহায় শিশুদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে ব্রতী থাকার চেষ্টায়।

বিভিন্ন সামাজিক পারিবারিক কারণে অবহেলিত শিশু-কিশোরদের হারানো শৈশব - কৈশোরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় সেবাশ্রম তাদের খাদ্য, বাসস্থানের ন্যায় প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, খেলাধুলো, হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করে আসছে এই দীর্ঘ সময় ধরে।

বিভিন্ন সময় নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে, আর্থিক ভারসাম্য বজায় রেখে বহু সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে এসেছেন এই সেবাব্রত পালনে অংশ নিতে - সেবাশ্রম তাঁদের সকলের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

শৈশব হারানো অবহেলিত শিশুরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে সেবাশ্রমে আসে; প্রবেশের মুহূর্তে শিশুমুখে সেই বিষাদের ছাপ বড়ই বেদনাদায়ক। দৈহিক ও মানসিক পুষ্টিলাভ করে ধীরে ধীরে তারা আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। শিশুদের মধ্যে এই বিশ্বাস সঞ্চার করে তাদের সুস্থ নাগরিক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মাঝেই সেবাশ্রমের কাজের সার্থকতা।

প্রায় শতবর্ষ পূর্বের প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে সেবাশ্রমের জন্মলগ্ন থেকে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত হওয়ার মাঝে সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে ঘটে চলেছে বিবিধ পরিবর্তন। সমাজের সকল স্তরেই অনুভূত হয়েছে এই পরিবর্তনের ছাপ। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেবাশ্রম সচেষ্ট রয়েছে সময়োপযোগী ব্যবস্থাদির মাধ্যমে শিশুদের কল্যাণসাধনে।

গত তিন বছরে পৃথিবীব্যাপী অতিমারীর প্রকোপে যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার করাল স্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে অসহায় শিশুদের জীবনের ছন্দে ফিরিয়ে আনতে সেবাশ্রম সচেষ্ট।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার ও তার সাথে অনেকাংশে সঙ্গতিবিহীন জীবনধারা আজ আমাদের গোটা সমাজকে যে বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, তার উত্তর খুঁজতে হবে আমাদেরই।

প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সেবাশ্রম তার কর্ম নিষ্ঠা অক্ষুন্ন রেখে দৃঢ় বিশ্বাসে এগিয়ে চলুক - এই প্রার্থনা করি।

শততম বর্ষের শুরুতে দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম বিষয়ে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর চিন্তা ভাবনার প্রতিফলনে সমৃদ্ধ কিছু পত্রাবলী প্রকাশিত হল। সংশ্লিষ্ট সকলেই এই পত্রগুলি পাঠ করে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হবেন।

শুভেন্দ্র মৌলিক

শুভেন্দ্র মৌলিক

অবৈতনিক সম্পাদক

Nara Narayan Seva

Dear Friends,

It's a great day for us in Dakshin Kalikata Sevasram to reach a milestone to commemorate our 100th Foundation day. I am so lucky to be associated with this heritage institution, which is founded by Deshbandhu Chittaranjan Das and Netaji Subhas Chandra Bose. It was not an easy job to continue the good work started by our founders and the Sevasram faced a number of challenges over its existence of 100 years. However, with the grace of God and the blessings of our founders and hundreds of well-wishers we are continuing the 'Nara Narayan Seva'. I am sure we will continue this march for many more years to come.

This is time to acknowledge the great social workers, who had been associated with their sincere efforts and organising the financial help over there years for Sevasram to keep our flags flying high. We salute all of them for their selfless sacrifices. We also acknowledge the help and assistance from Government of West Bengal and Kolkata Municipal Corporation for their continuous support. We also acknowledge the continuing support from Donors for their donations both in cash and kind. We intend to continue our year long remembrance programme, which will start of 11th March 2023 with the grand finale on the same day next year.

Personally it is time for me to offer my respectful Pranam to my grandfather Late Gobinda Prosad Mitra and my late father Murali Mohon Mitra, both of whom had served Sevasram for many years in various capacities. Their attachment towards Sevasram had a great influence on me since my childhood. As a child, I used to celebrate my birthday with the Sevasram inmates. Today I am proud to say that I am a third generation member of this heritage institution.

I pray to the Almighty to bless us for carrying on the good work for years to come with the support of you all.

Long Live Sevasram

Argha Kumar Mitra
Treasurer and
Convenor, Centenary Committee

একটি সার্থক উদ্যোগের বিকশিত রূপ ...

বিশ্বজিৎ মতিলাল

কুঁড়ি হয়ে ফুটেছিলো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর আশ্রয়ে ও প্রশয়ে। আজ দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম অনেকটাই বড় হয়েছে। যে কোনো দিন এখানে এলে দেখা যাবে একদল প্রাণবন্ত শিশু অঙ্গনে খেলাধুলো করছে, লেখাপড়াও করছে, সন্ধ্যেবেলা শিক্ষকরা আসছেন, তাদের বসে পড়াচ্ছেন, কোনো ঘরে একটি ইংরেজি নাটকের প্রস্তুতি চলছে, কোনো ঘরে চলছে অঙ্ক কষা, কোনো ঘরে বিজ্ঞান চর্চা। মনটা ভালো হয়ে যায়, সব হতাশা কেটে যায় যখন আসি এই সেবাশ্রমের প্রাঙ্গণে।

সেবাশ্রমে চেষ্টা করা হয় আবাসিক শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের। শুধু পড়াশুনা নয়, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সৃষ্টি শৈলীর উৎসাহ দেওয়া এবং তাদের আলোর জীবনের দিশা দেওয়াই এই সেবাশ্রমের ব্রত।

দি স্টেটসম্যান সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংয়ের একটি অনুষ্ঠান কভার করতে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ আমি প্রথম দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রমে যাই। সেখানে উনি সেবাশ্রমের কাজ জানার পর যা বলেছিলেন এবং উচ্ছসিত হয়ে প্রশংসা করেছিলেন সেটিও আমার প্রতিবেদনে জায়গা পেয়েছিলো। সেই থেকে এই সেবাশ্রমকে আমি চিনি, জানি এবং বলতে পারি প্রথম দর্শনে একে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

এই সেবাশ্রমের সম্পাদক শ্রী শুভেন্দ্র মৌলিকের ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন ও ভালোবাসা এই সেবাশ্রম। তাঁর সঙ্গে সেদিনই হয়েছিল পরিচয়।

তারপর থেকেই আমি এই সেবাশ্রমে সময় সুযোগ মতো এসেছি ও এর কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছিলাম এই সেবাশ্রমের জন্য যদি কিছু করতে পারি। বিশেষ কিছুই করতে পারিনি তবে সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি। এরপর যখন শতবার্ষিকীর পরিকল্পনা শুরু হলো, তখন যে উৎসাহ দেখেছিলাম শ্রী মৌলিকের মধ্যে বা যেভাবে মাননীয় বিচারপতি শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় আমাদের নির্দেশ বা দিশা দিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, তাতে আমরা সঞ্জীবিত হয়েছি। সেবাশ্রমের শতবর্ষ অনুষ্ঠানটিকে চেষ্টা করেছি সার্থক রূপ দিতে। আমাদের সাধ ছিল অনেক এবং আছেও অনেক, কিন্তু সাধ্য পরিমিত এবং অনেক সময়, নানা কারণে ইচ্ছে থাকলেও যা করতে চাইছি বা করতে চেয়েছি সেটা হয়তো করতে পারিনি বা পারছিনা।

সেবাশ্রমের মতো একটি সংস্থা, যাঁর সঙ্গে দুই মহৎ প্রাণ বাঙালির, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু-র যোগ, এঁদের স্মৃতিপূত এই সেবাশ্রমকে আরো বড় করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। সেবাশ্রমের সম্বন্ধে শুভেচ্ছার অভাব কোথাও নেই, সব মহলেই রয়েছে ইতিবাচক সহযোগিতা।

আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমরা চাইবো এবং আশা করবো এই সেবাশ্রম দিনে দিনে বিকশিত হবে।

যখন এটি দুশো বছরে পা দেবে, আমাদের সেবাশ্রম আরও সম্প্রশারিত হবে।

-: FIRST GOVERNING BODY :-

President

Mr. C. R. Das

Vice Presidents

Sj. Basanta Kumar Bose

Sj. Jugal Kishore Birla

Sj. Kumar Kristo Mitter

Hony. Secretary

Sj. Subhas Chandra Bose

Assist. Secretary

Sj. Girja Sankar Chowdhury

Treasurer

Mr. Nirmal Chandra Chunder

MEMBERS

Sj. Jatindra Nath Mukherjee
Sj. Tulsi Ram Sarogi
Dr. Debendranath Mukherjee
Sj. Birendra Nath Chatterjee
Sj. Ramtaran Banerjee
Sj. B. M. Chatterjee
Dr. Surendra Nath Ray Choudhury
Sj. Upendra Nath Dutt
Sj. Surendra Nath Halder
Sj. Nishit Chandra Sen
Sj. Surendra Nath Banerjee
Sj. Nagendra Nath Banerjee
Sj. Hari Sankar Pal
Sj. Gopi Nath Pal
Sj. Narendra Nath Law
Sj. Bepin Behari Sadhukhan
Sj. Amiya Kumar Sen
Sri Jiban Kumar Gupta
Dr. Hem Chandra Sen

Sj. Ram Kumar Goenka
Sj. Prabhu Dayal Himatsingka
Sj. Ram Gopal Goenka
Sj. Surajmal Jalan
Sj. Jay Dayal Badriprosad
Sj. Heralal Mehta
Sj. Anandji Haridas
Dr. J. Amin
Sj. Mathurda Das
Sj. Narattam Jaitha
Sj. Ramdas Kuthari
Sj. Nripendra Nath Bose
Sj. Ramaprasad Mukherjee
Dr. J. M. Das Gupta
Sj. Priyanath Mallik
Sj. P. Banerjee
Sj. Chandidas Banerjee
Sj. Bhabataran Vhatterjee

LADIES

Smt. Basanti Debi, Smt. Urmila Debi

Smt. Hemaprava Majumdar, Miss Jotirmoyee Ganguly

Mrs. B. C. Ghosh

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

PRESIDENTS

Deshbandhu Chittaranjan Das (Founder)	1924
Netaji Subhash Chandra Bose	1925-1933
Basanta Kumar Bose	1934-1936
Sarat Chandra Bose	1937-1942
Santosh Kumar Bose	1942-1947
Sourendra Kumar Gupta	1948-1955
Dr. Amarnath Mukherjee	1955-1964
Professor Anathbandhu Dutta	1964-1970
Dr. Birendra Chandra Bose	1970-1973
Anil Kumar Banerjee	1973-1976
Subhendu Ghosh	1976-1978
Satyendra Nath Mitra	1978-1982
Dr. Anandamohan Dutta	1982-1987
Dr. Murali Mohan Mitra	1987-1997
Tapan Kumar Sinha	1998-2003
Sudhir Kumar Banerjee	2003-2013
Justice Chittatosh Mookerjee	2013 ......

SECRETARIES

Netaji Subhash Chandra Bose (Founder)	1924
Dr. Hemendra Nath Dasgupta	1925
Amritalal Chattapadhyay	1926-1935
Dr. Gobindaprasad Mitra	1937-1948
Dr. Amarnath Mukherjee	1948-1955
Amritalal Chattapadhyay	1955-1962
Gopen Lahiri	1962-1969
Purnima Dasgupta	1970-1971
Dr. Anandamohan Dutta	1971-1973
Dr. Murali Mohan Mitra	1973-1978
Debendranath Banerjee	1978-1990
Ashim Kumar Banerjee	1990-2000
Shiboprosad Chattapadhyay	2000-2002
Prosanta Mukherjee	2002-2008
Subhendra Maulik	2008-2015
Dr. Asok Kumar Ghosh	2015-2017
Prosanta Mukherjee	2017-2019
Subhendra Maulik	2019 ......

TREASURERS

Nirmal Chandra Chundra	1924-1925
Rama Prasad Mookherjee	1925-1935
Prafullya Chandra Mukherjee	1935-1958
Satyendra Nath Chatterjee	1959-1964
Radha Raman Mitra	1964-1969
Amritalal Chatterjee	1969-1972
Dr. Murali Mohan Mitra	1972-1973
Anandamohan Dutta	1973-1977
Dr. Sudhir Basak	1977-1978
Anandamohan Dutta	1978-1979
Asim Kumar Banerjee	1979-1981
Dr. Murali Mohan Mitra	1981-1987
Asim Kumar Banerjee	1987-1990
Debendranath Banerjee	1990-1999
Tanmoy Banerjee	1999-2002
Sumil Chandra Dutta	2002-2003
Subhendra Maulik	2003-2008
Prosanta Mukherjee	2008-2015
Subhendra Maulik	2015-2019
Argha Kumar Mitra	2019 - ....

Extracts from Constitution

The names and address and occupation of the persons who form the Executive Committee or Governing body of the Association are as follows:-

PRESIDENT - Sj. Subhas Chandra Bose. M.L.C.
President B.P.C.C. 1, Woodburn Park

VICE-PRESIDENT- Sj. Basanta Coomar Bose, Advocate.
15, Harish Mukherji Road.
Sj. Nagendra Nath Banerji, Public Proseoutor.
24 Parganas, Alipore.
Sj. Kumar Krishna Mitter, Merchant.
1/1 Ahiritola Street.

SECRETARY - Sj. Amritalal Chatterjee, Pleader.
83, Lansdowne Road.

ASST.SECRETARIES- Sj. Nitindra Nath Roy, Service.
2/3, Rani Sankari Lane.
Sj. Profulla Chandra Mukherji, Mrechant.
7, Monoharpukur Road.

TREASURER - Sj. Ramaprasad Mukherji, Vakil
77, Asutosh Mukherji Road.

NON-OFFICIAL MEMBERS -
Dr. Ramendu Roy M.B.
10, Prana Nath Pandit Street.
Sj. Ramesh Chandra Ganguli Service.
22, Hazra Road.
Sj. Ekcowri Chandra Mukherji Pleader.
21/1, Hazra Lane.
Dr. Avimat Bose M.B.
Monoharpuker 1st Lane.
Sj. W. M. Roy, Zeminder
12, Prana Nath Pandit Street.
Sj. Debendra Chandra Deb, Service
1 8/2 Monoharpukur Road.
Sj. Janardan Chakraberty, Service
16 /2 Monoharpukur Road.
Sj. P.Banerjee Banker
6 , Chowringhee Road.
Sj. Santosh Kumar Bose, Advocate
10, Gopal Banerji Lane.
Sj. Monmohan Mukherji, Pleader
2, Ashu Babu's Lane.
Sj. Phani Bhushan Bose, Service
23, Nazir Lane.
Sj. Atul Chandra Gupta, Advocate
86, Lansdowne Road.
Sj. Nirmal Chandra Chunder, Attorney-at- Law
Wellington Street
Sj. S.N. Halder Bar-at-Law
21, Mullen Street.
Sj. S.C. Bose. Bar-at-Law
1, Woodburn Park.
Sj. Bipin Bihari Sadhukhan, Zeminder
19/1, Corporation Street.
Sj. Madan Mohan Burman Zeminder
Harrison Road.
Sj. P.D. Himatsingka. Attorney-at-Law
P 31, Sayed Sally Lane.
Sj. G.B. Malik - Zeminder
22, Brindaban Bose Lane.
Sj. Bhupendra Nath Banerji. Pleader
3, Lansdown Lane.
Dr. Narendra Nath Law Zeminder
Ahmerst Street.
Sj. Basanta Lal Saha, Merchant
Hazra Road.
Sj. Satya Ranjan Bakshi Editor, Forward
19, British Indian Street.

REGISTRAR OF FIRMS, SOCIETIES & NON-TRADING CORPORATIONS, WEST BENGAL

Extracts from Constitution

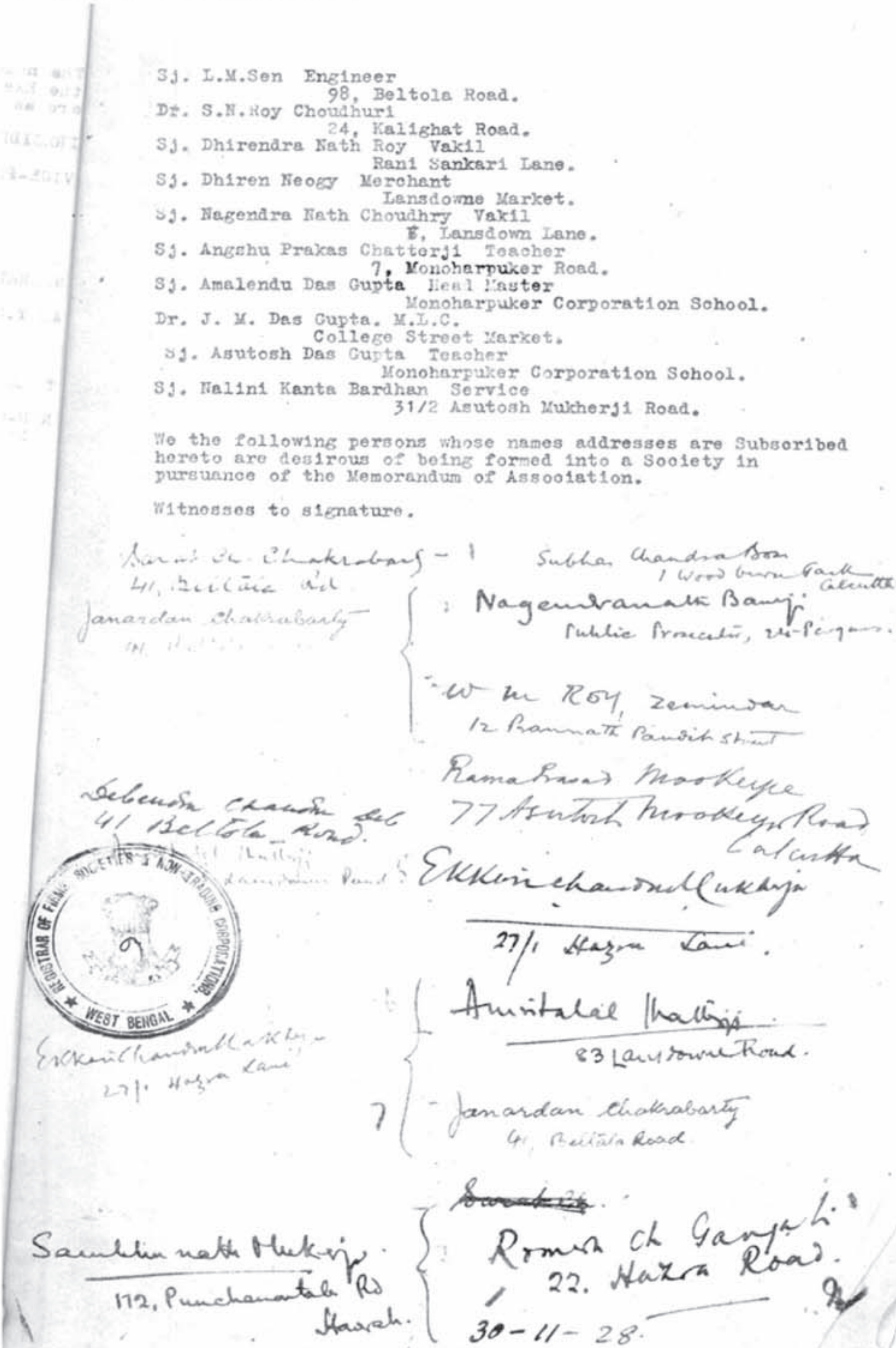

Sj. L.M.Sen Engineer
98, Beltola Road.
Dr. S.N.Roy Choudhuri
24, Kalighat Road.
Sj. Dhirendra Nath Roy Vakil
Rani Sankari Lane.
Sj. Dhiren Neogy Merchant
Lansdowne Market.
Sj. Nagendra Nath Choudhry Vakil
8, Lansdown Lane.
Sj. Angshu Prakas Chatterji Teacher
7, Monoharpuker Road.
Sj. Amalendu Das Gupta Head Master
Monoharpuker Corporation School.
Dr. J. M. Das Gupta. M.L.C.
College Street Market.
Sj. Asutosh Das Gupta Teacher
Monoharpuker Corporation School.
Sj. Nalini Kanta Bardhan Service
31/2 Asutosh Mukherji Road.

We the following persons whose names addresses are Subscribed hereto are desirous of being formed into a Society in pursuance of the Memorandum of Association.

Witnesses to signature.

Sarat Ch. Chakrabarty
41, Beltala Rd
Janardan Chakrabarty

Subhas Chandra Bose
1 Woodburn Park Calcutta

Nagendranath Banerji
Public Prosecutor, 24-Perganas.

W. M. Roy, Zemindar
12 Ramnath Pandit Street

Debendra Chandra Dey
41 Beltola Road.

Ramaprasad Mookerjee
77 Asutosh Mookerjee Road
Calcutta

Ekkori Chandra Mukherji
27/1 Hazra Lane.

Amritalal Chatterji
83 Lansdowne Road.

Ekkori Chandra Mukherji
27/1 Hazra Lane

Janardan Chakrabarty
41, Beltala Road

Saumbhu nath Mukerji
112, Punchanantala Rd
Howrah.

Romesh Ch Ganguli
22. Hazra Road.

30-11-28.

Extracts from By-laws

We, the undersigned members of the Executive Committee of the Dakshin Kalikata Sevasram do hereby certify that the

the above is a correct copy of the rules and regulations of the Dakshin Kalikata Sevasram.

Witnesses to signature.

Sarat Ch. Chakraborty
41, Bellala Rd.

Janardan Chakraborty
41 Bellala Road.

Debendra Chandra Dey
41 Bellala Road

[illegible]
27/1 Hazra Lane

1 Subhas Chandra Bose
1 Woodburn Park. Calcutta

Nagendranath Banerji
Public Prosecutor, 24-Parganas.

W. M. Roy, Zamindar
12 Prannath Pandit Street.

Rama Prasad Mookerjee
77 Asutosh Mookerjee Road
Calcutta

Amritalal Chatterji
83 Lansdowne Road
Calcutta
30 – 11 – 28

TRUE COPY.

19/12/80

REGISTRAR OF FIRMS SOCIETIES
& NON-TRADING CORPNS. W. BENGAL

★

সুভাষচন্দ্রের বাণী

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বাণী দিয়া গিয়াছেন—আমি আজ ১৮১৮ সনের ৩ আইনানুসারে গ্রেপ্তার হইয়া চলিলাম। আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে যে, আমি মাস মাস ছাত্রদিগকে যে সাহায্য দিতাম তাহা আর এখন দেওয়া সম্ভবপর হইবে না; আমি আশা করি তাহারা অন্য প্রকার বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইবে। আমি কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি, কিন্তু এ অবস্থায় আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অসম্ভব। দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি, **দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম** প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত আমি সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট। আমার অনুপস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠান সমূহের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্ততঃ আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ইহাদের সাহায্য করিবার জন্য সহৃদয় দেশবাসীদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি।

★ ★ ★

আনন্দবাজার পত্রিকা,
রবিবার ৯ই কার্ত্তিক, ১৩৩১,
ইং ২৬-১০-২৪

সংখ্যায় প্রকাশিত খবর

উক্ত পত্রিকার

৯ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮
ইং ২৬-১০-৬১
সংখ্যায়

"অতীতের পৃষ্ঠা থেকে"
পর্য্যায়ে পরিবেশিত।

★ ★ ★

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম-এর উন্নতিকল্পে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইল বলিয়া আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় নেতাজীর বাণীর অন্তর্গত সেবাশ্রমের নাম পাঠকের সহজদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মোটা হরফে মুদ্রিত হইল।

—সম্পাদক

THE
Dakshin Kalikata Sebasram

Annual Report 1930

Formed by Deshbandhu Chittaranjan Das

Registered under Act XXI of 1890.

Office and Asylum :

41, Beltola Road, Bhowanipur,

CALCUTTA.

THE DAKSHIN KALIKATA SEVASRAM (Orphanage)

(Registered under Act XXI of 1860)

97 LANSDOWNE ROAD, CALCUTTA. 1934

দেশবন্ধুর শতবর্ষে বাসন্তী দেবীর বার্তা

তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সেবাশ্রম যে দরিদ্র নরনারায়ণের সেবায় উৎসর্গীকৃত, তোমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেন তার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটে। জীবসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাঁর এই শতবার্ষিকী উৎসবে আমার ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা রইল।

—বাসন্তী দেবী।

সেবাশ্রমের প্রথম কার্য্যকরি সমিতির সদস্যা

গোড়ার কথা

শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়

[লেখক সুভাষচন্দ্র বসুর অন্যতম সুহৃদ ও সহকর্মী। দুটি পর্য্যায়ে ১৭ বৎসর ইনি সেবাশ্রমের সম্পাদকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন।]

একটি জনসভার মাধ্যমে সেবাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালের ১১ই মার্চ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি, সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পাদক এবং নির্মল চন্দ্র চন্দ্র কোষাধ্যক্ষ হইলেন। কার্যকরী সমিতিতে রহিলেন সর্বশ্রী শরৎ চন্দ্র বসু, বিধান চন্দ্র রায়, সন্তোষ কুমার বসু, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। দেশবন্ধু তখন কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র, সুভাষ চন্দ্র প্রধান কর্মকর্তা।

কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে একটি আশ্রম গড়িতে হইবে। সেখানে ভাল ভাল ছেলেদের সর্বপ্রকার দৈহিক ও মানসিক সুশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। ভারতের সত্যকার ইতিহাস শিখাইতে হইবে। মোটের উপর এমনভাবে ছেলেদের গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, তাহারা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিতে পারিবে – এইরকম একটি বাসনা সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনেই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করিত। এই প্রতিষ্ঠানটি অবশ্য সেই রকম কোন উদ্দেশ্য লইয়া খোলা হয় নাই।

ভবানীপুরে তখন একটি অনাথ আশ্রম ছিল। নানা প্রকার কু-কীর্তির কথা প্রকাশ বইয়া পাড়ায় সেটি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই আশ্রমের যে সব বালকদের কোথাও যাইবার স্থান ছিল না, তাহাদের আশ্রয়, দিবার জন্যই দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের আবির্ভাব। 'অনাথ-আশ্রম কথাটায় সুভাষ চন্দ্রের সায় ছিল না। তাঁহার মতে ''অনাথ'' কথাটায় বালকদের মনে কোন প্রকার ব্যথা আনিতে পারে।

খুব আড়ম্বরের সহিত যদিও ইহার গোড়াপত্তন হইল কিন্তু বিপদ আসিতে দেরী হইল না। সুভাষবাবুকে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহী বিবেচনা করিয়া সুদূর বর্মাতে অন্তরীণ করিলেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতে আর এক বজ্রাঘাত। ১৯২৫ সালে দার্জিলিং শহরে হঠাৎ দেশবন্ধুর তিরোধান।

আশ্রমের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। সকলেরই উৎসাহ কমিয়া আসিল। কালীঘাটের বাসস্থান উঠাইয়া মনোহর পুকুরে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট বাড়ীতে আশ্রম স্থানান্তরিত হইল।

অনেকের ধারণা, আমি গোড়া হইতেই এই আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। আমি যোগ দিয়াছিলাম কিছুদিন পরে। সেই সময় আমি আলিপুর ফৌজদারি আদালতে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছি। হঠাৎই censor মারফৎ মান্দালয় জেল থেকে লেখা, সুভাষবাবুর একটি চিঠি পাই। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে,

সেবাশ্রম লইয়া তিনি কিছুটা চিন্তিত। যতদিন তিনি মুক্ত ছিলেন ততদিন নিজেই সবকিছু দেখাশুনা করিতেন। তিনি চলিয়া আসার পর আবার কর্পোরেশন সেবাশ্রমকে একটি annual grant দিয়াছে এবং সেই কারণেই তিনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত। আমি যদি এ বিষয়ে ভার গ্রহণ করি তাহা হইলে তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। আমার পক্ষে এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবার কোনো কারণই ছিল না। বরং ইহা আমার কাছে একটি সুযোগ বলিয়া মনে হইল। কাল বিলম্ব না করিয়া একদিন সন্ধ্যায় আশ্রম ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

নীচের একটি ঘরে মাদুরের উপর ছয়-সাতটি ছেলে বই খুলিয়া বসিয়া আছে। একজন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কালি মাখা দুইটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় সব কিছু ম্লান মনে হইল। কাল বিলম্ব না করিয়া আমার বিশেষ পরিচিত সমিতির সভ্য প্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ললিত সেন ও যতীন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের সব কথা বলিলাম। তাঁহারা আমাকে লইয়া Committee Meeting এ হাজির করিলেন এবং একটি Sub-Committee গঠন করিয়া সব কিছু দেখিয়া শুনিয়া যাহা যাহা করা উচিত তাহা সুপারিশ করিবার নির্দেশ দিলেন।

আমি কার্যভার গ্রহণ করিবার পর অল্পদিনের মধ্যেই Report পেশ করা হইল। তখন সেবাশ্রমের বাৎসরিক সভা আসন্ন। সভাপতি হেমেন্দ্র প্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয় আমার উপর প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিলেন।

আশ্রমটির প্রতি যাহাতে জনসাধারণ আকৃষ্ট হয় এই উদ্দেশ্যে আমরা উঠিয়া পড়িয়া সভ্য সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলাম এবং বাছিয়া বাছিয়া দুঃস্থ বালকদের আশ্রমে ভর্ত্তি করিতে লাগিলাম। ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, পড়াশুনা ও খেলাধুলার কিছুটা উন্নতি করা হইল এবং কর্মীদের মধ্যে একটা উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইল। সুভাষবাবুকে চিঠি মারফৎ সব কিছু জানাইতে লাগিলাম এবং তিনিও তাঁহার সুচিন্তিত মতামত পাঠাইতে লাগিলেন।

অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইতেই মনোহর পুকুরের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া বেলতলা রোডে অপেক্ষাকৃত একটি ভালো গৃহে আশ্রম উঠাইয়া আনা হইল। আশ্রমের একটি constitution তৈয়ারী করার আবশ্যকতা আমরা কিছুদিন হইতে উপলব্ধি করিতেছিলাম এবং তাহাও অবশেষে প্রস্তুত করা হইল। Registered হইল ১৯২৮ সালে।

ইতোমধ্যে সুভাষবাবু মুক্তি লাভ করিলেন এবং লুপ্ত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় কিছু দিনের মত শিলং-এ বসবাস করতে গেলেন। আশ্রমের উন্নতির খবর তিনি অন্যসূত্রেও কিছু কিছু জানিয়াছিলেন। আমাকে একটি চিঠিতে লিখিলেন, "তুমি যেরূপ মনোযোগ সহকারে সেবাশ্রমের কাজ করিতেছ তাহাতে আমি যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।" ইহাতে আমাদের কর্মশক্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং পূর্ণ উদ্যমে আশ্রমের সেবায় লাগিয়া গেলাম।

এইবার ভাবিতে লাগিলাম আশ্রমের একটি নিজেস্ব আবাস-গৃহের কথা। প্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আত্মীয়া শ্রীমতী পারিজাত দেবীর নিকট সাহায্য চাহিলেন। আমাদের কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি এক রাত্রে পারিজাত দেবীকে সঙ্গে লইয়া আশ্রম পরিদর্শন করাইলেন। ভক্তিমতী পারিজাত দেবী সবকিছু দেখিয়া

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাদের জানাইলেন যে, যদি আমরা আশ্রমের জন্য কোন জমি যোগাড় করিতে পারি তাহা হইলে তিনি দশ হাজার টাকা গৃহ নির্মাণের জন্য দান করিবেন।

ভগবানের কৃপায় সে সুযোগও আসিয়া গেল। আমি ১৯৩০ সালে তৎকালীন কলিকাতার ২১ নং ওয়ার্ড (Ballygunge) হইতে কংগ্রেসের মনোনীত কাউন্সিলার হিসাবে কর্পোরেশনে নির্বাচিত হইলাম। কিছুকালের মধ্যেই সুভাষবাবুও অল্ডারম্যান হিসাবে কর্পোরেশনে যোগদান করিলেন। এরপর সুভাষবাবু মেয়র হইলে আমিও সুযোগ বুঝিয়া আশ্রমের জন্য ১৩ কাঠা একটি জমির প্লট পাইবার জন্য কর্পোরেশনে আবেদন পেশ করিলাম। অনেক ওজর আপত্তি সত্ত্বেও জমিটি শেষ অবধি পাওয়া গেল। সর্ত হইল আমাদের অঙ্গীকার মত এক বৎসরের ভিতর যদি অন্তত দশ হাজার টাকা মূল্যের একটি আশ্রমগৃহ নির্মাণ না করা হয় তাহা হইলে জমি পুনর্বার কর্পোরেশনে ফেরৎ আসিবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে কখনও যদি সংস্থাটি উঠিয়া যায় তাহা হইলে জমি ও গৃহ ইত্যাদি যাহা কিছু থাকিবে সবই কর্পোরেশনের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। তবে উহা কোন জনহিতকর কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। পারিজাত দেবীর বদান্যতায় এক বৎসরের ভিতরেই আমরা গৃহ নির্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলাম এবং সগৌরবে আশ্রম নিজ বাসভবনে আত্মপ্রকাশ করিল।

এইবার আমি ভাবিলাম আশ্রম চালাইবার প্রধান দায়িত্ব অন্য কাহারও লওয়া উচিত। ব্যক্তি বিশেষের উপর বহুদিন নির্ভরশীল হওয়া কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভাল নয়, তাহাতে এক ঘেয়েমি আসিয়া যায়। অনেক উপরোধ-অনুরোধ সত্ত্বেও আমি নিজের মত বদলাইতে পারিলাম না। অবশেষে বন্ধুবর ডঃ গোবিন্দ প্রসাদ মিত্র মহাশয়কে কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া, তাঁহাকে সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া কর্তব্য পালন করিলাম।

বহু বৎসর পরে এক সঙ্কটকালে আমাকে আর একাবর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তবে সে ইতিহাস আশ্রমের কাগজপত্রে সবই লিপিবদ্ধ আছে। তাহার পুনরোক্তি করিয়া অন্যের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার কোন কারণ দেখি না।

আমার বক্তব্য শেষ করিবার আগে আশ্রমের গোড়ার দিকে একজন ভূতপূর্ব সুপারিনটেনডেন্ট শ্রীশরৎ কুমার চক্রবর্তীর কথা না বলিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইনি ছিলেন নিরভিমান, স্বল্পভাষী, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। ইঁহার বিরুদ্ধে কোনদিন কোন-কথা আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি বহুকাল আশ্রমের বালকদের মাতৃস্থান কিছুটা পূরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তা ভুলিবার নয়।

✤ ✤ ✤

* সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রকাশিত লেখাটি পুর্ণমুদ্রিত হলো।

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম সংক্রান্ত নেতাজীর পত্রাবলী

সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে যাঁরা পত্র পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেবাশ্রমের সম্পাদক, অনাথবন্ধু দত্ত ছিলেন সভাপতি, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিল বিশ্বাস সেবাশ্রমের কার্যকরী সমিতির সদস্য।

[মূল রচনার সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে প্রতিলিপিও দেওয়া হল]

22

Censored and passed.

[illegible] 16/7/26
for D.I.G.
I.B., C.I.D.
Bengal

Mandalay Jail
[c/o D.I.G., I.B., C.I.D.
13 Elysium Row, Calcutta]

১/৯/২৬

প্রিয় বন্ধু-

[illegible]

... "brothers-in-law" ... [illegible] ... office bearer ... [illegible] ... "office bearer ... [illegible] ... office ... [illegible]

... Voluntary association ... [illegible]

২

[illegible]

২

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sj. Amrita Lal Chatterji 83 Lansdowne Rd Calcutta. [illegible]

Censored and passed.
[signature] 16/7/26
for D.I.G.
I.B., C.I.D.,
Bengal

Mandalay Jail
[c/o D.I.G., I.B., C.I.D.
13 Elysium Row, Calcutta]
৯/৭/২৬

প্রিয়বরেষু -

অনেক দিন হইলো তোমার পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইলো, ক্ষমা করিও।

সেবাশ্রম সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছো সে বিষয় আমি তোমার সঙ্গে একমত। আমি বাহিরে থাকিলে যেরূপ ভাবে কাজ করিবার ব্যবস্থা সহজেই করিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে একদিকে হেমেন্দ্রবাবু এবং অপর দিকে ভুপেন বাবু, পরিতোষ প্রভৃতি - এই দুইদলের মধ্যে মতানৈক্য অনেকটা মনোমালিন্যে পরিণত হইয়াছে (অন্ততঃ এখানে বসিয়া আমার সেইরূপ মনে হইতেছে)। মিলাইবার লোকেরই অভাব দেখিতে পাই। তুমি ও হেমেন্দ্র বাবু তো "brothers-in-law" তোমরা মিলিতে পার না? যদি পার তবে অচিরে সব গোলমাল মিটিয়া যাইবে। তোমাদের মতো উৎসাহী কর্মীদিগকে পাইলে আমি তো কার্যকরী সমিতির সভ্য ও office bearer করিতে ScB খুব চেষ্টা করিতাম। সুতরাং তোমাদের কার্যকরী সমিতির মধ্যে লইতে আমি তো কোনও আপত্তি দেখি না। বরং আমার মনে হয় যে সাধিয়া অথবা জোর করিয়া তোমাদিগকে সেবাশ্রমের কাজের মধ্যে টানিয়া লওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমি ভুপেন বাবুকে যাহা লিখিয়াছি তাহার ভাবার্থ এই - "office bearer নির্বাচন অথবা কার্যকরী সমিতির গঠন সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইলে আমি আপনাদের উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া আপনাদের অধীনে কাজ করিতে স্বীকৃত হইতাম। যে ব্যক্তি কাজই করিতে চায় সে কখনও office গ্রহণের জন্য লালায়িত হইতে পারে না - বরং সে office গ্রহণে যথার্থ পক্ষে রাজী হইবে না।" সুতরাং আমার মত তো বুঝিতেছ।

সকল voluntary association -এর দুরবস্থার প্রধান কারণ এই যে ২।৫ জন উদ্যোগী লোক ভিন্ন আর কেহ এইসব কাজে বিশেষ আমল দেখান না। উহার ফলে ২।৫ জনের উপরই সব দায়িত্ব ও ভার আসিয়া পড়ে এবং উহারা অনুপযুক্ত হইলে প্রতিষ্ঠানটি ভাঙিয়া পড়ে। তথাপি আমাদিগকে চেষ্টা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহের ভাব জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

তোমার যদি হেমেন্দ্র বাবুর সহিত কাজ করিতে আপত্তি না থাকে তবে আমি হেমেন্দ্র বাবুকে লিখিতে পারি তোমাকে দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদক করিয়া লইতে। যতীন বাবু সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ (অর্থাৎ তাঁহাকে সহকারী সম্পাদক রাখা উচিত কি না) সে বিষয়ে যদি কোনও মীমাংসা এখন হেমেন্দ্র বাবু করিতে না পারেন - তবে আমি বাহিরে গিয়া করিব। আমার পক্ষে এ বিষয়ে এখান হইতে কিছু লেখা একটু মুশকিল - এ কথা তুমি সহজেই বুঝিবে। কাহাকেও বাদ দিবার প্রস্তাবে মত দিতে হইলে আরও বেশী করে জানা উচিত এবং খুব ধীরভাবে বিবেচনা করা উচিত। আপাততঃ সেরূপ সুবিধা আমার নাই।

তোমাদের লাইব্রেরীর সেবা বিভাগেরও অন্যান্য কাজ ভাল চলিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। ওখানে যে একটা নতুন সমিতির উদয় হইয়াছে তাহা মোটেই বিচিত্র নয়; তবে এ সংবাদ পাইয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। "দেশবন্ধু সেবক সমিতির" ন্যায় মনোহরপুকুরে না কি আর একটা সমিতি হইয়াছে। তুমি যে লিখিয়াছ যে ইহার ফলে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিবাদ ও গৃহস্থদের মধ্যে বিরক্তি দেখা দিতেছে - একথা খুব সত্য। এ বিষয়ে আমার একটা মত আছে (সত্য কি না তাহা বলিতে পারি না) - তাহা তোমায় বলিতেছি।

স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে দুইরকম লোক আছে যাহারা নূতন সমিতি গঠন করিতে খুব ব্যস্ত। প্রথম দল কেবল ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া এবং অপর সমিতির ধ্বংস সাধন করিবার নিমিত্ত অথবা তার ক্ষতি করিবার জন্য নূতন সমিতি গঠন করিতে চায়। তাহারা গিয়া মেলে আর এক দলের সঙ্গে যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে চায় কিন্তু অন্য সমিতিতে কাজ করিলে নিজের প্রাধান্য থাকে না বলিয়া তাহারা নিজেদের পৃথক একটা সমিতি চায়। দ্বিতীয় দলের লোক ঈর্ষা পরবশ হইয়া কাজ করে না। তাহারা অপর সমিতির অনিষ্টও করিতে চায় না। কিন্তু তথাকথিত যশের লোভেই হউক অথবা মোড়লগিরির আশায়ই হউক - তাহারা নিজেদের আলাদা সমিতি না গঠন করিলে শান্তি পায় না। এই দুই দলের লোক যে প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করে তাহা যে শীঘ্রই লোপ পাইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে তাহাদের অকৃত কার্যতার ফলে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় লোকেদের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং এই সব জলবুদ্ধু-সদৃশ স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে তাহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত যতদিন বই ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি জীবিত থাকে ততদিন গৃহস্থেরা একাধিক প্রতিষ্ঠানের দাবীর দরুন বিরক্ত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কোনও প্রতিষ্ঠানে দান করিতে চায় না। যাঁহারা বিশুদ্ধ সেবার আদর্শে প্রণোদিত হইয়া প্রতিষ্ঠান গড়িতে চান তাঁহারা যদি উপরোক্ত দুইদলের হাতে বা প্রভাবে পড়িয়া যান তবে তাঁহাদের ঘোর বিপদ সুনিশ্চিত। এই জন্য নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িবার চেষ্টা দেখিলেই সযত্নে খবর লওয়া উচিত - কোন দলের লোক কি উদ্দেশ্যে কাজ আরম্ভ করিতেছে।

যে সব প্রতিষ্ঠান mushroom এর ন্যায় উঠিয়াছে এবং দুইদিনে লোপ পাইবে সেগুলির সাহায্য করিয়া অথবা পৃষ্টপোষকতা করিয়া তাহাদের পরমায়ু গতি বাড়াইলে কোনও লাভ হইবে না। বরং সেগুলি যাহাতে

"শুভস্য শীঘ্রম" - এই নীতি অনুসারে শীঘ্র লোপ পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। যে ক্ষেত্রে অভাব আছে, প্রয়োজন আছে - সেখানে বিশুদ্ধ সেবার ভিত্তির উপর যদি কোনও নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তবে প্রাণপনে তার সহায়তা করা উচিত।

যাক অনেক বলিলাম। সেবাশ্রমের কার্য্যকরী সমিতি সম্বন্ধে যদি কোনও মীমাংসা না হয় তাহা হইলেও কি তোমরা এখন সেবাশ্রমের কাজের সহায়তা করিতে পারিবে না? আশা করি তোমাদের সকলেই কুশল। আমার ভালোবাসা ও প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করিবে।

ইতি --

Sj. Amrita Lal Chatterji 83 Lansdowne Rd Calcutta.

তোমাদের

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

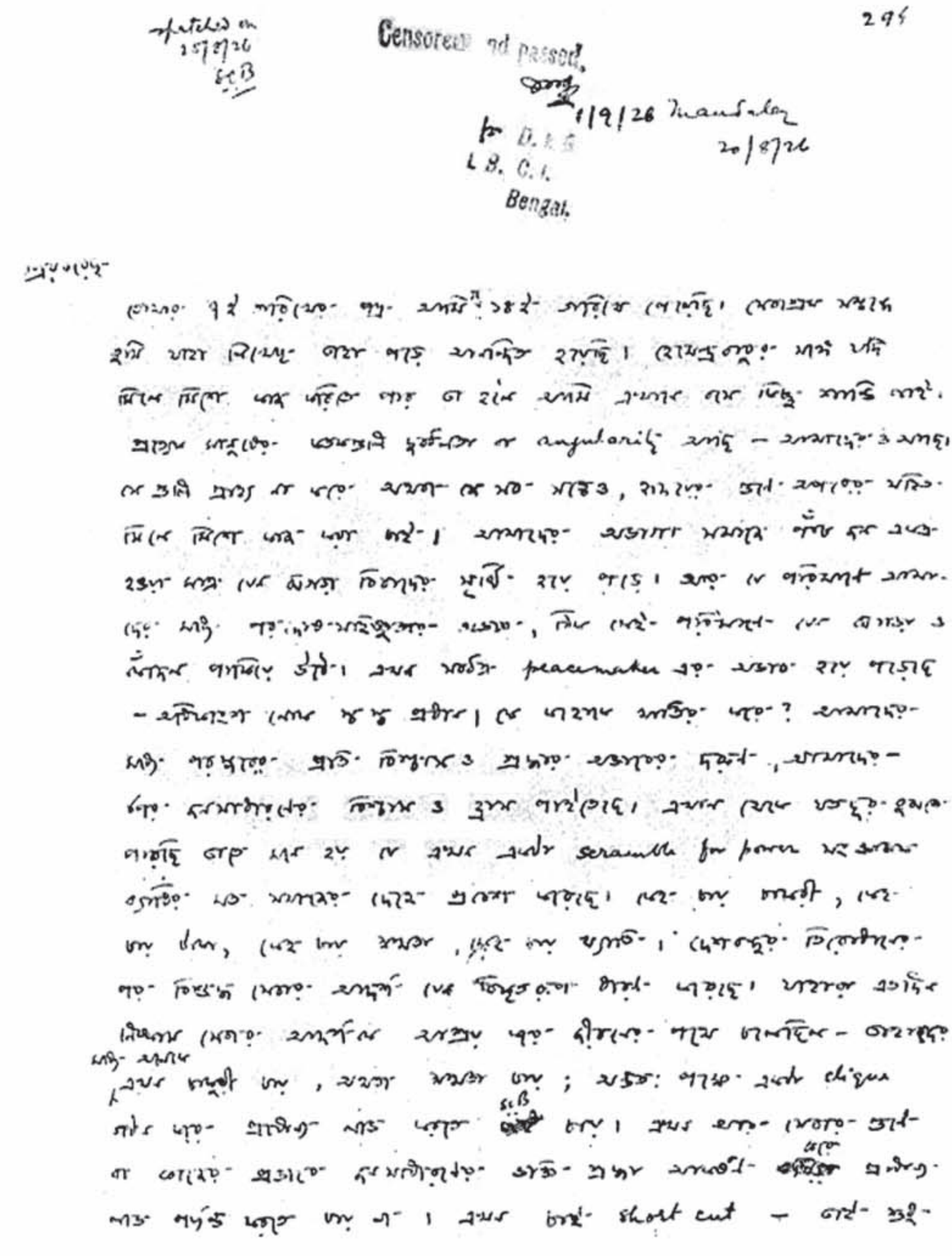

295

Censored and passed.

1/9/26 Mandalay 20/8/26

for D. I. G. I. B., C. I. Bengal.

... angularity ... peacemaker ... scramble for power ... clique ... short cut ...

2

[illegible] office ও committee [illegible]

[illegible]

[illegible] pessimistic [illegible]

[illegible]

[illegible] conservation [illegible]

[illegible] ও nihilism [illegible]

[illegible]

২

২৫।

[illegible] Salamic । [illegible]

[illegible]

[illegible] আমি [illegible] negative [illegible] positive [illegible] Honest differences [illegible] Honest differences [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible] Diagram [illegible]

[illegible]

৪

[illegible] thank God, no suffering is too much for me. [illegible]

[illegible]

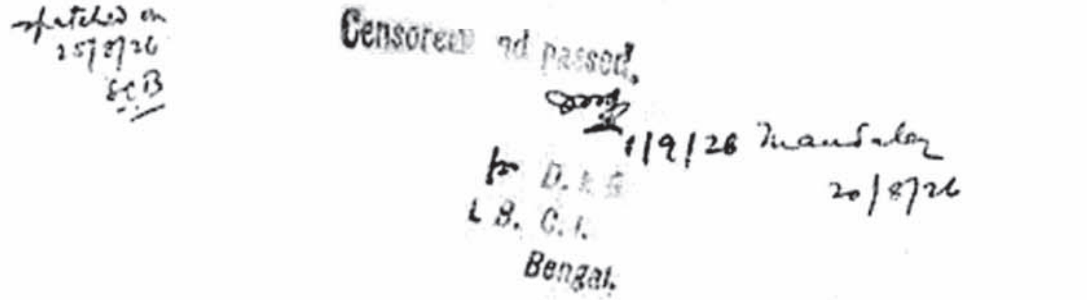

প্রিয়বরেষু -

তোমার ৭ই তারিখের পত্র আমি ১৪ই তারিখে পেয়েছি। সেবাশ্রম সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখেছ তাহা পড়ে আনন্দিত হয়েছি। হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যদি মিলেমিশে কাজ করিতে পার তা হইলে আমি এখানে বসে কিছু শান্তি পাই। প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি দুর্বলতা বা angularity আছে - আমাদেরও আছে। সে গুলি গ্রাহ্য না করে অথবা সে সব সত্ত্বেও, হৃদয়ের গুনে অপরের সহিত মিলেমিশে কাজ করা চাই। আমাদের অভাগার সমাজে পাঁচ জন একত্র হওয়া মাত্র যেন ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়ে পড়ে। আর যে পরিমাণে আমাদের মধ্যে পরদোষ সহিষ্ণুতার অভাব, ঠিক সেই পরিমাণে যেন ঝগড়া ও কোঁদল পাকিয়ে উঠে। এখন সর্বত্র peacemaker এর অভাব হয়ে পড়েছে - অধিকাংশ লোক স্ব স্ব প্রধান। কে কাহাকে খাতির করে? আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অভাবের দরুন আমাদের উপর জনসাধারণের বিশ্বাসও হ্রাস পাইতেছে। এখান থেকে যতদূর বুঝতে পারছি তাতে মনে হয় যে এখন একটা scramble for power সংক্রমণ ব্যাধির মত সমাজের দেহে প্রবেশ করেছে। কেহ চায় চাকরী, কেহ চায় টাকা, কেহ চায় ক্ষমতা, কেহ চায় খ্যাতি। দেশবন্ধুর তিরোধানের পর বিশুদ্ধ সেবার আদর্শ যেন বিস্মৃতরূপ ধারণ করেছে। যাহারা এতদিন নিষ্কাম সেবার আদর্শকে আশ্রয় করে জীবনের পথে চলেছিল - তাহাদের মধ্যে অনেকে এখন চাকুরী চায়, অথবা ক্ষমতা চায়; অন্ততঃ পক্ষে একটা clique গঠন করে প্রাধান্য লাভ করতে চায়। এখন আর সেবার গুনে বা কাজের প্রভাবে জনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে প্রাধান্য লাভ পছন্দ করতে চায় না। এখন চাই short cut - তাই শুধু ভোটের দ্বারা office ও community দখল করতে অনেকে ব্যস্ত। রাজনীতিক্ষেত্রে যে এই ব্যাপার ঘটছে সে বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে? রাজনীতিক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ স্বদেশ সেবার সুযোগ পাওয়া যাবে মনে করে ঐ কাজে যোগদান করেছিলুম। সুতরাং এখনকার অবস্থা দেখে যে মনে কষ্ট হবে তাহা স্বাভাবিক। তবে আমি Pessimistic নই; সব পতনের মধ্যে ২ আসবে; তার জন্য নির্ভরসা হলে চলে না।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে যদি দলাদলীর কিছু মাত্র ছায়া পড়ে তা হলে আমি চিন্তিত না হয়ে পারি না। দলাদলী বড় খারাপ জিনিষ - এর রূপ অতি কুৎসিত এবং পরিণাম ভয়ংকর। দলাদলীর পাকে পড়লে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। দলের স্বার্থের জন্য মানুষ নীচ কাজ করতে কুণ্ঠিত হয় না এবং নিজের অজ্ঞাতে পশুবৎ আচরণ করতে থাকে। দলাদলীর কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে, তাই আমি এতো ভীত। রাজনীতিক্ষেত্রে দলাদলী একেবারে

বর্জন করা বোধ হয় সবসময়ে সম্ভব হয় না - কিন্তু সমাজসেবার ক্ষেত্রে যে কেন দলাদলী প্রবেশ করবে তার কোনও কারণ আমি দেখি না। দলাদলীর কারণ দুইটি - প্রথমতঃ মত সম্বন্ধীয়; দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত ঝগড়া অতি নিন্দনীয় এবং তার কোনও সার্থকতা নাই। মত নিয়ে ঝগড়া রাজনীতিক্ষেত্রে সময়ে সময়ে অনিবার্য্য হয়ে পড়ে - বিশেষত যেখানে মতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। এই কারণে বিদেশে conservative দের সহিত labour এর স্থায়ী মিলন কখনও হতে পারে না, কিন্তু সমাজসেবাক্ষেত্রে এমন কোনও বড় রকমের মতভেদের সৃষ্টি হতে পারে না যার জন্য দলাদলীর প্রয়োজন হতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে আমাদের সমাজে (বোধকরি প্রত্যেক সমাজেও) কতকগুলি লোক আছে যারা দলাদলী ও intrigue না করে পারে না। দৈনিক আহার বিহারের সহিত এই জিনিষটাও তাদের দরকার। যে কোনও জনহিতকর কাজ আরম্ভ কর না কেন - তারা তারমধ্যে নানা প্রকার গুজব, আপত্তি তুলবে, নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করবে এবং পরিশেষে যাতে সব কাজকর্ম পণ্ড হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তাদের ক্রিয়াকর্ম ও স্বভাব অনেকাংশ satarnic। কোনও প্রতিষ্ঠান আরম্ভ হওয়া মাত্র এই সব গৃধ্ন শকুনি কথা হইতে গন্ধ পাইয়া আপনা হতে যেন এসে জুটে। আমার মনে হয় যে আমাদের বর্তমান অবস্থার এই সব শকুনি প্রকৃতি লোকের "পোয়াবারো"। তাদের কুপ্রভাব ব্যর্থ করতে পারে এমন লোকের অভাব এখন হয়ে পড়েছে।

যাক অনেক বাজে বকলুম। আমাদের বর্তমান অবস্থা যতই খারাপ হউক না কেন আমি বিশ্বাস করি যে যতদিন তোমরা আছো, ততদিন এই পুতি গন্ধপূর্ব দলাদলী ভবানীপুরে প্রবেশ করবে না। তুমি লিখেছ - "হেমেন্দ্রবাবুর উপর আমার কিছু মাত্র বিদ্বেষ ভাব নাই"। কিন্তু এই negative ভাব যথেষ্ট নয়। বিদ্বেষ তো থাকবেই না - তার সঙ্গে ২ একটা positive কিছু চাই। তোমার কাছ থেকে অন্ততঃ আমি এটা আশা করি। Honest difference সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ তা সত্য। Honest difference থাকবেই এবং থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সেগুলি মনোমালিন্যে পরিণত হওয়া উচিত নয়। যিনি কাজের ব্যাঘাত ঘটান তিনি হোমরা চোমড়া হলেও - তাঁকে সরান দরকার - এ বিষয়েও আমি তোমার সহিত একমত। আমার কাজের লোক চাই - "নামকাওয়াস্তে" লোক চাই না।

রমেশবাবু এবং তাঁর পিতা মন্মথবাবু আমাদের অনশনের সময়ে আমার নিকট একটা সহানুভূতিপূর্ণ telegram করেছিলেন - তার প্রাপ্তিসংবাদ আমি জানাই নাই বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি নাই-আমার অন্যায় হয়েছে। মন্মথবাবু ও রমেশবাবুকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিও এবং আমার নমস্কার দিও।

ভূপেনবাবু নিজে থেকে আমাকে এক পত্র দেন। আমি তাঁর পত্র পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি, উত্তরও দিয়েছি; প্রত্যুত্তর এখনও পাই নাই। আশা করি ভূপেনবাবুরা সব ভাল আছেন।

বাৎসরিক মায়ের পূজা নিকটে আসছে; আগমনী সঙ্গীতও যেন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কেহ ২ -এর মধ্যেই আগমনী লিখতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের প্রতিমা গড়া আরম্ভ হয়েছে - এবারও আমরা জেলের ভিতর মায়ের পূজা করব বলে আমরা আয়োজন করেছি।

আমার শরীর ভাল নয় - হজমশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর দরুনই যত কিছু দুর্ভোগ। ওজনও পূর্বাপেক্ষা অনেক কমে গেছে। কিন্তু করার কিছু নাই; তাই মায়ের দান বলে এখন আমি ওটা নিয়েছি। "তোমার সেবার মহান দুঃখ, সহিবারে দাও শকতি" - এই কথা বলে শান্তি পাচ্ছি। এ সবের মধ্যে যে তাঁর উদ্দেশ্য নাই, তা কে বলতে পারে? শরীরের অবস্থা মনের অশান্তি ঘটাতে পারে না; মনের অশান্তি প্রকৃতপক্ষে ঘটে বাহিরের কাণ্ডকারখানা। যতদিন দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন ততদিন আমরা শান্তিতে ছিলাম; কিন্তু তাঁর দেহরক্ষার পর আমাদের মানসিক অবস্থা কল্পনা করতে পার। এখন আমাদের মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেন বাহিরের বন্ধুরা। যতদূর দেখতে পাই এই মানসিক অশান্তির হাত এড়াবার কোনও রাস্তা দেখছি না। তবে thank god, no suffering is too much for me।

আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছো। আমার ভালোবাসা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানিও।

ইতি --

তোমাদের
শ্রীসুভাষ

---

* সেবাশ্রম সম্পাদক অমৃতলাল চ্যাটার্জীকে লিখিত পত্র।

[illegible]

Censored and passed.
D.I.G.
I.B., C.I.D.
Bengal.

14

Rampur Central Jail
8/10/29

[illegible]

[illegible]

১১ [illegible], ১৭ই [illegible], ২৪শে [illegible] ও ১লা [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

the lifting [illegible]

[illegible]

[illegible] prophecy [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] facts [illegible] explanation [illegible]

[illegible]

[illegible] Physical tonic

[illegible] mental tonic [illegible]

Soul [illegible] "drooping" [illegible]।

২ [illegible]

তোমাদের সমিতির চিঠি পড়ে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন পর্যন্ত কিছু টাকা পেয়েছ কি?

Rice mill owners দের কাছ থেকে চাল সংগ্রহ করতে পেরেছ কি?

যুবকদের মধ্যে [illegible] apprentice করবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] home influence [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] তোমাদের সহিত আমি একমত।

[illegible] [illegible] প্রায় সব বিষয়ে তোমাদের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। Superintendent এর উপর প্রায় সব নির্ভর করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] খুঁজে বের করা চাই।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (১৭ই [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তোমার ১৭ই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible]।

তোমার ১১ই সেপ্টেম্বরের পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও আনন্দিত হই। দুঃখিত [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] — এবং আমি

৩ 16

[illegible] optimistic [illegible], [illegible] [illegible] problem-টা [illegible] grasp [illegible] [illegible]

Registration সম্বন্ধে [illegible] — register [illegible], [illegible] register [illegible] Constitution [illegible], [illegible] registered [illegible]

Organised charity [illegible] soulless [illegible] organised charity [illegible] organisation [illegible] organised charity [illegible]

[illegible]

[illegible] Contractor [illegible] grant [illegible]

Sj. A. L. Chatterjee
83, Lansdowne Road
Calcutta

[illegible]

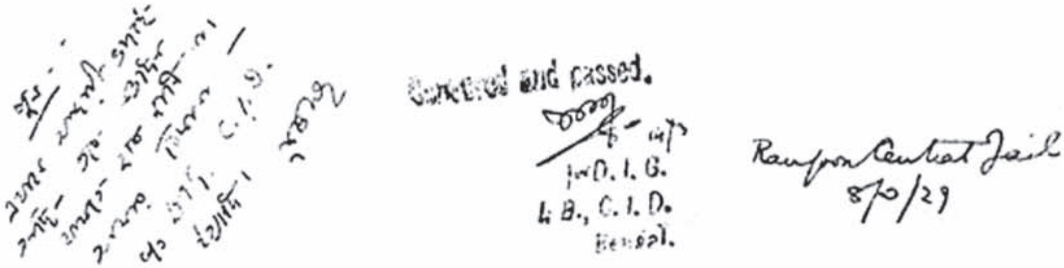

প্রিয়বরেষু -

সব শুদ্ধ তোমার চারখানি পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই - ১১ সেপ্টেম্বরের, ১৭ই অক্টোবরের, ২৪শে নভেম্বরের ও ১৭ই জানুয়ারির।

নানা গণ্ডগোলের দরুন তোমায় পত্র দিতে পারি নাই - সে ত্রুটি তুমি ক্ষমা করিও।

যতীনবাবুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া খুব দুঃখিত হইয়াছি - প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই যে এই যতীনবাবুই মারা গিয়াছেন। তাঁর পরিবারবর্গের এখন কি অবস্থা - কে দেখা শুনা করিতেছে? তাঁরা যদি একেবারে বিপন্ন হইয়া পড়িয়া থাকেন তবে আপনারা খোঁজ খবর নিবেন।

এই সব দুর্ঘটনার পর সেবাশ্রমের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা জানিবার জন্য খুব উৎসুখ ও চিন্তিত হইয়াছি।

প্ল্যানচেট আমি নিজে কখনও বানাই নাই - তবে table lifting অনেক করিয়াছি অল্প দিন ম্যাণ্ডেলে জেলে আমরা আবার চেষ্টা করি। এই ব্যাপারগুলি আমোদ হিসাবে আমি খুব পছন্দ করি কিন্তু probably আমি কোনও দিন বিশ্বাস করি নাই। বিনা চেষ্টায় টেবিল যে ওঠে ও প্ল্যানচেট যা বলে - এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই তবে আমার মতে এক মধ্যে ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কিছু নাই। অস্বীকার করিবার উপায় নাই - তবে explanation নিয়ে মতভেদ হতে পারে।

যাক তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই। physical tonic আমি অবশ্য চাই তবে mental tonic এর প্রয়োজন নাই। আমার soul মোটেই "drooping" নয়।

তোমাদের কমিটির রিপোর্ট পড়ে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এর পর কিছু করতে পেরেছ কি?

Rice Mill Owners দের কাছ থেকে চাল সংগ্রহ করতে পেরেছ কি?

ছেলেদের কোনও দোকানে apprentice করবার পূর্বে দেখা দরকার যে তারা সেখানে কুশিক্ষা বা অসৎ অভ্যাসের প্রভাবে না পড়ে। সাবলম্বী অবশ্য হওয়া দরকার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৎশিক্ষা না পেলে তাদের পরিণতি হবে কারাবাসে। তুমি তো জানই যে অনাথ বালকদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই মন্দের দিক - তার সব চেয়ে বড় কারণ home influence -এর অভাব।

আহার ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যে একটা নির্ধারিত তালিকা থাকা উচিত -এ বিষয়ে তোমাদের সহিত আমি একমত।

৮/৮/৩৮	[illegible]	৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলি-২৬	[illegible]

16.3.2013	May the benign blessings of Bhagavan Shri Ramakrishna, Shri Ma Sarada Devi & Swami Vivekananda be on all of these boys is my earnest and sincere prayer at Their Holy Feet.	Swami [illegible] Secy. Ramakrishna Mission Boys' Home P.O. Rahara Kol-700118

[illegible]	[illegible]		[illegible]

11/3/2013	M.K. Narayanan Governor of W. Bengal Kolkata	Raj Bhavan Kolkata.	It was a privilege to visit the D.K. Sevashram which is doing such excellent & noble work for the welfare of the poor & needy boys. MK Narayanan 11/3/2013

DATE	NAME	ADDRESS
11 Mar 2000	H.E. Shri Viren J. Shah Governor of West Bengal	Raj Bhava[n] Calcutta.

DATE	NAME
	[illegible] Very [illegible] this [illegible]

Jai Hind
Abid Hasan
23.1.78
Secretary of
Subhas Bose

"আমি কংগ্রেস ত্যাগ করিতে প
সেবাশ্রম কোন দিনই ছাড়িব
এমন সুযোগ আর কোথায় পাই

DATE	NAME	ADDRESS	
২১/২/৮৭	ইন্দিরা দেবী	৪৩বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলি: ১২ 'যুগান্তর'-'অমৃতবাজার'।	ছোটদের-মেলা উদ্বোধন করলাম।
২৫/২/৮৭	[illegible]	৭৬ [illegible] রোড, কলিকাতা-৭০০০২৫	এখানে এসে এই ছাত্রদের দেখে মনে হচ্ছে — "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

14.11.08	J. SUNDARA SEKHAR	PRINCIPAL SECRETARY TO GOVT. OF WEST BENGAL.	EXTREMELY IMPRESSIVE. [signature]

tors' Book

ADDRESS

...2

...of 's visit
historical place.
...
7/2/84

24.1.1992	Dr (Mrs) Lakshmi Sahgal	15/241 Civil Lines Kanpur 208001 UP	[illegible]

29.XI.89	Dr. D.K. TANDON, Regional Director, SAI-East.	Salt Lake, Calcutta.	I am very much impressed with the functioning of this Organisation. My best wishes to the totally committed workers. D.K. Tandon 29.XI.89.

...স্তুত, কিন্তু দক্ষিণ কলিকাতা
...না। দরিদ্র নারায়ণ সেবার
...র।" শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

...RESS

...most impressed to be here. Dedication and self service is hallmark of everyone working here. My best wishes to the inmates and the selfless workers. [illegible]

DATE	NAME	ADDRESS	
10.3.84	[illegible]	[illegible]	[illegible]

22.1.96	[illegible]		[illegible]

15.11.2008	[illegible]		[illegible]

মোটের উপর প্রায় সব বিষয়ই তোমাদের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। যদি রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করা হয় - তবে আর কোনও ভাবনা থাকে না। Superintendent -এর উপরই প্রায় সব নির্ভর করছে সুতরাং সবদিক দিয়ে যোগ্য এমন একজন লোক খুঁজে বার করা চাই।

কটকের দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যা লিখেছিলে (১৭ই অক্টোবরের পত্রে) তা পড়ে আনন্দিত হয়েছি। উড়িষ্যায় দুর্গাপূজা বাঙালীর আমদানি এবং উড়িষ্যাবাসী প্রধানত বৈষ্ণব। তাই উড়িষ্যাবাসীর হাতে শ্রীশ্রীদুর্গা কৃষ্ণরূপ ধারণ করেছেন। তোমার ১৭ই অক্টোবরের পত্রের একটা অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল - সেটা আমি পড়তে পারি না।

তোমার ১১ই সেপ্টেম্বরের পত্র পড়ে আমি একসাথে দুঃখিত ও আনন্দিত হই। শুধু দুঃখিত নয় - মর্মাহত হই - এবং আমি স্বভাবতঃ খুব optimistic না হলে, উন্নতির আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হতুম। আমি আনন্দিত হয়েছি এই জন্য যে তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পেরেছ - এবং problem টা ঠিক মতো grasp করেছ। রোগ নির্ণয় যখন হয়েছে তখন আশা করি চিকিৎসারও একটা ব্যবস্থা হবে।

Registration সম্বন্ধে আমার মত এই - register করতেই হবে, তবে register করবার পূর্বে সব প্রস্তুত করা চাই। Constitution চাই, নিয়মমত কাজ করা চাই, প্রত্যেক পয়সাটীর হিসাব রাখা চাই, বিশ্বস্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মাধ্যক্ষ পাওয়া চাই। এই সব ব্যবস্থা হওয়া মাত্র অবিলম্বে registered হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Organised charity সবদেশেই soulless হয়ে পড়ে - কিন্তু এ যুগে organised charity ভিন্ন উপায় নাই। একজনের পক্ষে যাহা করে ওটা সম্ভব নয় তা করতে হলেই organisation চাই। তা ছাড়া সর্বসাধারণের মধ্যে একটা জনসেবার স্পৃহা জেগে উঠছে। এই আকাঙ্খা ও চেষ্টা একত্র করতে হলেই organised charity এসে পড়ে - সুতরাং উপায় কি?

সেবাশ্রমের কোনও কর্মীকে অযোগ্যতার দরুন যদি শাসন করতে হয় অথবা বিদায় দিতে হয় তাতে আমার কোনও আপত্তি হতে পারে না। শুধু তার পরিবর্তে তদাপেক্ষা ভাল লোক পেলেই হল।

আমার শরীরের অবস্থা পূর্বের মত। এখানে এসে জ্বরটা আগেকার চেয়ে কিছু বেশী হচ্ছে। প্রত্যহ জ্বর ওঠে। এখন একটু ক্লান্ত বোধ করছি তাই এখানেই শেষ করব। Corporation এর grant এর কি হল জানাবে।

ইতি –

তোমাদের

সুভাষ

4, C. L. Chatterji, 83, Lansdowne Road, Calcutta

Kilrall Lodge
Shillong
11. 7. 27

[illegible]

G. Amrita Lal Chatterji
83, Lansdowne Road
Calcutta

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

Kalrale Road
Shillong
11. 7. 27

ভাই অমৃত

তোমার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করে আসতে পারি নাই বলে মনে একটা দুঃখ রয়ে গেছে - কারণ দেখা করবার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। তুমি যেরূপ মনোযোগ সহকারে সেবাশ্রমের কাজ করছ তাতে আমি যে কিরূপ আনন্দিত হয়েছি তা বলতে পারি না। আনন্দিত হবার বিশেষ কারণ এই যে যাঁদের উপর নির্ভর করা যায় তাঁরা সবসময়ে সে আশা পূর্ণ করেন না - এটা আমার অভিজ্ঞতা; সুতরাং যখন সে আশা পূর্ণ হতে দেখা যায় - তখন আনন্দটা বেশী হয়। যাক আশা করি তোমাকে কর্ণধার পেয়ে সেবাশ্রমের কাজ ভালোই চলবে। মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখলে খুশি হব - তা বলা বাহুল্য।

তোমার শেষ পত্র আমি Insin Jail এ পাই - তার উত্তর দেওয়া হয় নাই। তুমি সরকারের .... প্রস্তাবের বিষয় লিখেছিলে। কেন উত্তর দিতে পারি নাই - তা বুঝতে পেরেছ।

আশা করি তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল । আমি পূর্বাপেক্ষা ভাল আছি। তবে বর্ষার দরুন এবং নিজের অজীর্ণ রোগের দরুন খুব তাড়াতাড়ি অরোগ্য লাভ করতে পারছি না। যা হোক ক্রমশঃ যে ভাল হচ্ছি সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই।

আমার ভালোবাসা জানবে।

ইতি
তোমাদের
সুভাষ

Sj. Amrita Lal Chatterji
83, Lansdowne Road
Calcutta

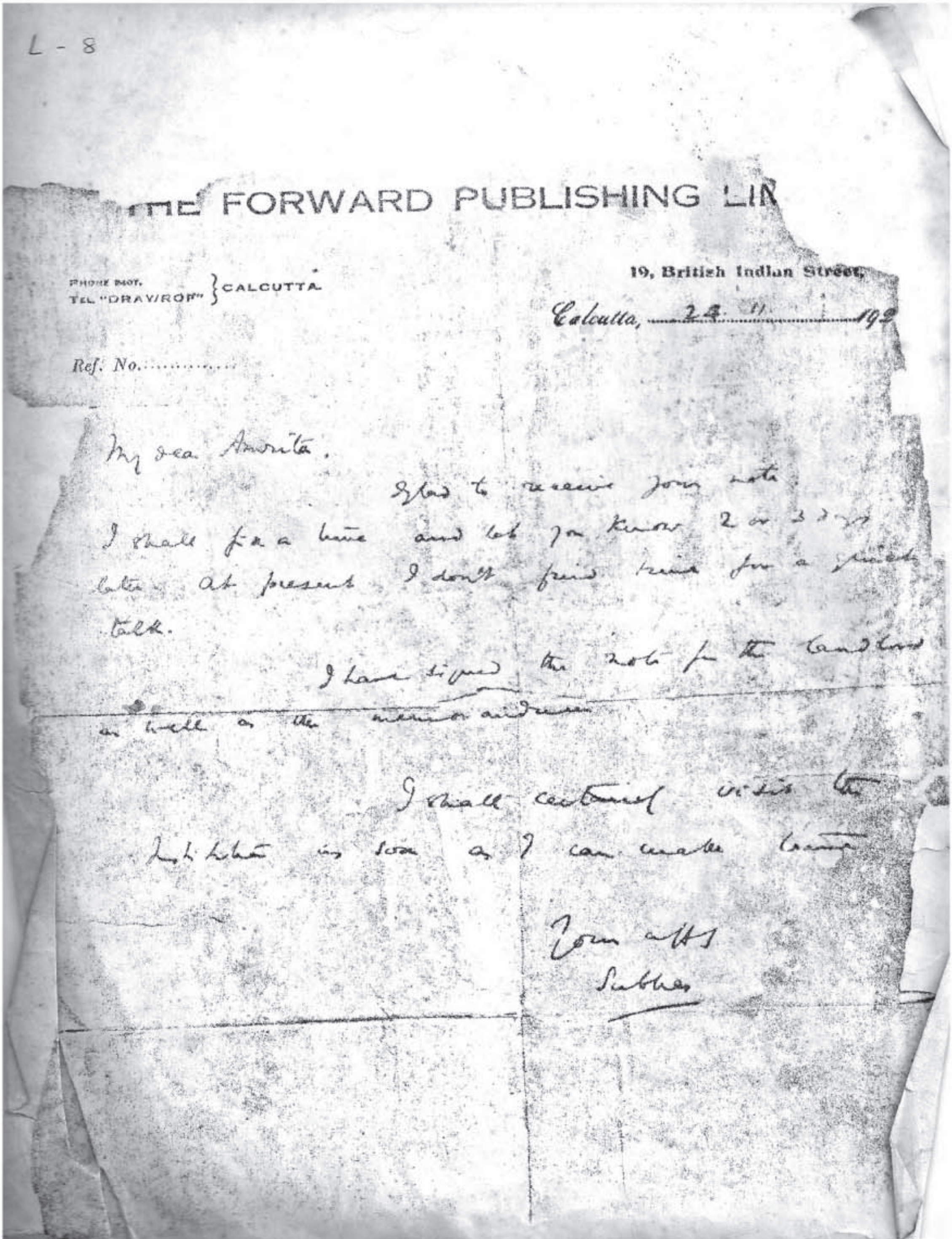

L - 8

THE FORWARD PUBLISHING LI

PHONE NOT.
TEL. "DRAVIROF" } CALCUTTA

19, British Indian Street,

Calcutta, 24. 11. 192

Ref. No. ....

My dear Amrita,

Glad to receive your note. I shall fix a time and let you know 2 or 3 days later. At present I don't find time for a quiet talk.

I have signed the note for the landlord as well as the memorandum.

I shall certainly visit the exhibition as soon as I can make time.

Yours affly
Subhas

1 Woodburn Park
7. 8. 28

My dear Amrita,

I have not met you for a long time. Enclosed please find a letter from Sj. Girija Sankar Chowdhury who was formerly in charge of the orphanage and was arrested under the Ordinance. Is it possible for us to take him back? If so, what salary can we offer him? I would like to have a talk with you regarding this matter. Kindly come over to 1 Woodburn Park on Thursday next at 8 a.m. in the morning and bring Girija Babu's letter with you.

Yours affly
Subhas

Sj. Amrita Lal Chatterji
83 Lansdowne Road
Local

1, Woodburn Park.
Calcutta.
19/3/29

My dear Amrita,

Here is an application on behalf of an orphan for admission into the Sevasram. I am sending Sushil Babu to you to narrate his case. Please admit him if possible.

Yours affly
Subhas

Sj. Amritalal Chatterji

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

মান্দালয় জেল (১৯২৬)

প্রিয়বরেষু —

আপনার ২।৫।২৬ তারিখের পত্র পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা করিবেন - আমি এখন অনেক বিষয়ে নিজের মালিক নহি - তা ত বুঝিতেই পারিতেছেন। আপনার পত্রে ভবানীপুরের সকল সমাচার অবগত হইয়া একসঙ্গে সুখী ও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই। আজ বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই কেবল দলাদলি ও ঝগড়া এবং যেখানে কাজকর্ম্ম যত কম, সেখানে ঝগড়া তত বেশী। ভবানীপুরের কাজকর্ম্ম কিছু হইতেছে, তাই ঝগড়া-বিবাদ অপেক্ষাকৃত কম - তবুও যা আছে তাহাতে নিরপেক্ষ লোক ম্রিয়মাণ না হইয়া পারে নাই। আমি শুধু এই কথা ভাবি - ঝগড়া করিবার জন্য এত লোক পাওয়া যায় - কিন্তু মিলাইতে পারে, মীমাংসা করিয়া দিতে পারে - এ রকম একজন লোকও কি আজ সারা বাঙ্গলার মধ্যে পাওয়া যায় না? এই দলাদলির জন্য বাঙ্গলা আজ শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের মত স্বদেশসেবক হারাইয়াছে - আরও কয়জনকে হারাইবে তা কে বলিতে পারে? বাঙ্গালী আজ অন্ধ, কলহ-বিবাদে নিমগ্ন, তাই একথা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। নিঃস্বার্থ আত্মদানের কথা আর তো কোথাও শুনিতে পাই না। অত বড় একটা প্রাণ নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশুন্যে মিশিয়া গেল; আগুনের ঝলকার মত ত্যাগ মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল; সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে বাঙ্গালী ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের পরিচয় পাইল; কিন্তু আলোকেও নিবিল, বাঙ্গালীও পুরাতন স্বার্থের গণ্ডীতে আশ্রয় লইল। আজ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে - সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে, "দেশোদ্ধার যদি হয়, তবে আমার দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।" এই ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিকবৃন্দের ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্ম্মী কি বাঙ্গলায় আজ নাই?

নিজেদের intellectual ও spiritual উন্নতি অবহেলা করিয়া যাহারা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহারা যে এই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কলহবিবাদে সকলকে মত্ত দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হইয়া রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিজেদের মানসিক ও পারমার্থিক কল্যাণকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা জনহিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে তাহারা কি শেষে এই ক্ষুদ্র ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে? জনসেবার আশায় নিরাশ হইলে তাহারা যদি পুনরায় নিজেদের পারমার্থিক কল্যাণে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়? আমি আজ স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যদি চলে, তবে বাঙ্গলার বহু নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ক্রমে ক্রমে অনিলবরণের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে।

আজ বাঙ্গলার অনেক কর্ম্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জমিয়ে উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "আমাকে ক্ষমতা দাও - নতুবা আমি কাজ করিব না।" আমি জিজ্ঞাসা করি - নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারীতে, Contract-এ কবে পরিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই -

"দাও দাও ফিরে নাহি চাও
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

যে বাঙ্গালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে - সে যে কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে - ইহা আর বিচিত্র কি?

দুঃখের কথা, কলঙ্কের কথা ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়। প্রতিকারের উপায় নাই - করিবার ক্ষমতা নাই - তাই অনেক সময় ভাবি - চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করিয়া বাহ্য জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষে করিয়া দিই। পারি তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। তারপর মাথার উপরে যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমাদের হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিতেই বুঝিবে। দেশের নামে এতবড় একটা প্রহসনের অভিনয় দেখিব - বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশে যে 'Nero is fiddling while Rome is burning' কথার একটা নূতন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে - কোনও দিন ভাবি নাই।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম - হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আপনাদের নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি তাই এত কথা বলিতে সাহস করিলাম। আপনারা গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত - আশা করি, আপনার এই দলাদলির পঙ্কিল আবর্ত্তে আকৃষ্ট হইবেন না।

বিদ্যালয়ের কথা পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বাড়ীর কথা শুনিয়া অবশ্য দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না। তবে এ কথা আমি পূর্ব্ব হইতে জানি এবং চণ্ডীবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই বাড়ীটির

পরিণামের কথা বলিয়াছিলাম। আমার সর্ব্বদা মনে হইত যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা unbusinesslike ভাবে জমির ''লিজ'' লইয়া বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তার ফলে পরিণামে জমিদারেরই লাভ হইবে। যাক্, এখন ত ''গতস্য শোচনা নাস্তি।'' আপনারা যে কিছুমাত্র নির্ভরসা না হইয়া 'গৃহ নির্ম্মাণ' ভাণ্ডার সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা খুব আশাপ্রদ। আপনাদের চেষ্টা যে সফল হইবে সে বিষযে আমার সন্দেহ নাই, কারণ

''নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি।''

সমিতির সকল সংবাদ পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আপনারা যদি মেথর মুচি প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় করিতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এ বিষয়ে অমৃতের সহিত পরমর্শ করিবেন - আমি অনেক দিন হইল তাহার পত্র পাইয়াছি, দুঃখের বিষয় উত্তর দিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ কুলদাকে দিলাম -আশা করি আগামী সপ্তাহে অমৃতকে লিখিতে পারিব।

বলা বাহুল্য আমি থাকিলে আপনাদের আলাদা হইতে দিতাম না। অবশ্য ভিন্ন শাখা গঠনের সহায়তা আমি করিতাম কিন্তু একেবারে ভিন্ন নাম দিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান করিতে দিতাম না। যাক্, এখন আর উপায় নাই। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে - এই বলিয়া কাজে লাগিতে হইবে। আপনারা Constitution করিয়া ভালই করিয়াছেন।

আশা করি চাউল ও চাঁদা গ্রহণ লইয়া বালক সমিতির সহিত আপনাদের গণ্ডগোল হইবে না। এক জায়গায় যদি অনেক সমিতি চাঁদা ও চাউল গ্রহণ আরম্ভ করে তবে গৃহস্থেরা উত্ত্যক্ত হইয়া ওঠে, সুতরাং সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার।

আমার মনে হয় যে, আপনারা যদি ২।১ জন কর্ম্মী বা শিক্ষককে কাশীমবাজার পলিটেকনিক (Cossimbazar Polytechnic) স্কুলে শিখাইয়া লইতে পারেন তবে technical শিক্ষার খুব সুবিধা হইবে। আমি একবার কাশীমবাজার স্কুলে গিয়াছিলাম। আমার বেশ ভালই লাগিয়াছিল - তাহারা কয়েকটি নূতন জিনিস শেখায় যাহা সাধারণ স্কুলে হয় না - যেমন বেতের কাজ, clay modelling, পুতুল নির্ম্মাণ, কামারের কাজ, সেলাই, electroplating ইত্যাদি। আমি যখন যাই তখন electroplating - এর জন্য machinery -র আমদানি হইতেছে। আপনার প্রেরিত বিদ্যালয় ও সমিতির Constitution আমি পাইয়াছি।

স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ ভাল হইতেছে না - ইহা দুঃখের বিষয়। এর কারণ এই যে জনসাধারণকে ঠিকভাবে ডাকা হয় নাই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহারা সাড়া না দিয়া পারিবে না। তাহাদের মধ্যে intuition ও কর্ম্ম-প্রেরণা জাগানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য বিভাগে উদ্দেশ্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাদের মধ্যে কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে ভালবাসার দ্বারা আপনার করিতে হইবে।

আপনারা হয়তো জানেন না যে দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের ত্রুটির জন্য আমি প্রধানতঃ দায়ী। বাহিরে থাকিতে আমি ভাল রকম organise করিতে পারি নাই। তারপর হঠাৎ আমার গ্রেপ্তার। যখন সেবাশ্রম কালীঘাটে

ছিল তখন বাড়ী ভাড়া ও সহকারী সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দিতাম। শুধু বালকদের ভরণপোষণের খরচ সাধারণের দেওয়া চাঁদা হইতে নির্ব্বাহিত হইত। সেবাশ্রম সম্বন্ধে আমার clear conscience আছে, কারণ Public-এর দেওয়া টাকার একটি পয়সারও আমি অসদ্ব্যবহার করি নাই। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার দেয় অংশ আমার দাদা (শরৎবাবু) দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি খরচ কমিয়াছে এবং আয় বাড়িয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আর পূর্ব্বেকার মত টাকা দিতে হয় না। আমি যখন মাসে মাসে দুই শত টাকা করিয়া সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় করিতাম, তখন অনেক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, আমি বৃথা ছয়-সাতটি বালকের জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতেছি। এ টাকার সদ্ব্যবহার অন্যভাবে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, আমি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২।১৪ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। **আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি - তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। "দরিদ্র নারায়ণের" সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব। এই সেবাশ্রমের পেছনে কত ইতিহাস লুক্কায়িত আছে - কবে এই চিন্তা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেন প্রবেশ করে - কি করিয়া আমি চিন্তারাজ্য ছাড়িয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করি - সে কথা অন্য সময় বলিব। পত্রে লিখিবার চেষ্টা করিলে গ্রন্থ হইয়া যাইবে।**

অনেক কথা লিখিলাম, এখন শেষ করি। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব? রবিবাবুর একটি কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে? কবির এত আদর এইজন্য যে আমাদের অন্তরের কথা কবিরা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর ও স্ফুটতরভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাই বলি —

"এখনো বিহার কল্প জগতে
জেলখান (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্ম্মবাণী

* * *

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে

* * *

গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে।

* * *

কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব
পেয়েছি আমার শেষ!'
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ!"

শরীর তত ভাল নাই, তবে তার জন্যে চিন্তাও নাই। আমার ভালবাসা ও প্রীতি সম্ভাষণ জানিবেন। অমৃত প্রভৃতি ভাইরা কেমন আছেন? আপনাদের কুশল সংবাদ পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব। তবে কাজের সময় নষ্ট করে পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

ইতি – সুভাষ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে লিখিত

মান্দালয় জেল
ডিসেম্বর, ১৯২৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ৯ই নভেম্বরের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হল ব'লে মনে কিছু করবেন না। নিজের ইচ্ছা অনুসরণ ক'রলে হয়তো পত্র দিতুম না, কারণ রাজবন্দীর সহিত সম্বন্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় নহে, তবে আপনি বোধহয় উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছেন এবং উত্তর পেয়ে সুখী হবেন - এই মনে ক'রে উত্তর দিতে বসেছি।

আপনারা যে সমবেতভাবে আমার কথা স্মরণ করে আমার স্বাস্থ্য ও মুক্তির কামনা করেছেন এবং হৃদয়ের সম্ভাষণ আমাকে জানিয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন। এর চেয়ে বড় পারিতোষিক কোন স্বদেশসেবী কামনা করতে পারে না। তাই আপনার পত্র পেয়ে এবং খবরের কাগজে আপনাদের সভার বিবরণ পাঠ করে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বলা বাহুল্য। তবে আমি বুঝি যে, এই আনন্দ পাওয়াটা খুব উচ্চ স্তরের মনের নিদর্শন নয়। কি করি। স্বদেশসেবী হবার স্পর্দ্ধা রাখলেও আমি মানুষ। ভালবাসা, প্রীতি ও করুণার নিদর্শন পেলে কে না সুখী হয়? পাওয়ার আকাঙ্খাটি জয় অথবা অতিক্রম করতে পারলেই ভাল হয়। উচ্চস্তরের কর্ম্মীর পক্ষে সকল প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্খা জয় করা উচিত, কিন্তু সেটা এখনও আমার কাছে আদর্শ মাত্র। বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে, Alexander Selkirk-এর ভাষায় আমারও সময় সময় মনে হয় —

> "My friends do they now and then
> Send a wish or a thought after me ..."

আজ ঠিক চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর মধ্যে এগার মাস কাটলো সুদূর ব্রহ্মদেশে। সময়ে সময়ে মনে হয় যে, দীর্ঘ চৌদ্দমাস দেখতে দেখতে গেল; কিন্তু অন্য সময়ে মনে হয় যেন কত যুগ ধ'রে এখানে রয়েছি। এ যেন আমার ঘর-বাড়ী, কারাগারের বাহিরের কথা যেন স্বপ্নের মত প্রহেলিকার মত বোধ হয়; যেন ইহজগতে একমাত্র সত্য হচ্ছে লৌহের গারদ ও প্রস্তরের প্রাচীর। বাস্তবিক এ একটা নূতন বিচিত্র রাজ্য। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, যে জেলখানা দেখে নাই সে জগতের কিছুই দেখে নাই। তার কাছে জগতের অনেক সত্য প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। আমি নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এই রকম চিন্তা ঈর্ষা-প্রসূত নয়। আমি প্রকৃতপক্ষে জেলখানায়

এসে অনেক শিখেছি; অনেক সত্য যাহা এক সময় ছায়ার মত ছিল, এখন আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, অনেক নূতন অনুভূতিও আমার জীবনকে সবল ও গভীর ক'রে তুলেছে। যদি ভগবান কোনও দিন সুযোগ দেন ও মুখে ভাষা দেন - তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবার আকাঙ্খা ও স্পর্দ্ধা আছে।

জেলে আছি - তাতে দুঃখ নাই। মায়ের জন্যে দুঃখভোগ করা সে ত' গৌরবের কথা! Suffering-এর মধ্যে আনন্দ আছে, একথা বিশ্বাস করুন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কষ্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপূর হয়ে হাসে কি করে? যে বস্তুটা বাহির থেকে suffering ব'লে বোধ হয় - তার ভিতর থেকে দেখলে আনন্দ বলেই বোধ হয়। অবশ্য বৎসরের মধ্যে ৩৬৫ দিন এবং দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা এ ভাব আমার থাকে না, কারণ-এখনও শৃঙ্খলের দাগ গায়ের উপর রয়েছে। তবে ও বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই অনুভূতি অল্পাধিক ভাবে যার নাই সে না পারে Suffering-এর দ্বারা জীবনকে পরিপুষ্ট করতে, না পারে Suffering - এর মধ্যে প্রকৃতিস্থ থাক্‌তে।

আমার শুধু দুঃখ এই যে, চৌদ্দমাস কাল অনেকটা হেলায় কাটিয়েছি। হয়তো বাঙ্গলার জেলে থাকলে এই সময়ের মধ্যে সাধনার পথে অনেকটা এগুতে পারতুম। কিন্তু তা হ'বার নয়! এখন আমার প্রার্থনা শুধু এই, "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" যখন খালাসের কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তার চেরে বেশী হয় ভয়। ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্ত্তব্যের আহ্বান এসে পৌছায়। তখন মনে হয়, প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন খালাসের কথা না উঠে। আজ আমি অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত নই, তাই কর্ত্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে কেহ আট্‌কে রাখতে পারবে না। এসব ভাবের কথা; এর মধ্যে objective truth আছে কিনা জানি না! জেলখানায় থাকতে থাকতে subjective truth এবং objective truth এক হয়ে যায়। ভাব ও স্মৃতি যেন সত্যে পরিণত হয়ে পড়ে। আমার অবস্থা অনেকটা তাই। আপাততঃ ভাবই আমার কাছে বাস্তব সত্য; কারণ একত্ববোধের মধ্যেই শান্তি।

আপনি লিখেছেন, "দেশের ও কালের ব্যবধান আপনাকে বাঙ্গলা দেশের নিকট আরও প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।" কিন্তু দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাঙ্গলাকে আমার কাছে কত সুন্দর, কত সত্য করে তুলেছে তা আমি বলতে পারি না। ঁদেশবন্ধু তাঁর বাঙ্গলার গীতি কবিতায় বলেছেন, "বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে।" এ উক্তির সত্যতা কি এমন ভাবে বুঝতে পারতুম, যদি এখানে এক বৎসর না থাকতুম? "বাঙ্গলার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধু গন্ধ-বহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধুনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটির প্রাঙ্গণ" - এসব দৃশ্য কল্পনার মধ্য দিয়াও কত সুন্দর!

প্রাতে অথবা অপরাহ্ন খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটা বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ ব'লে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায় -

"তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা,
বহিতে আমার সুখ।"

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ ক'রে দিবালোক সৃষ্টি করে - তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সূর্য্যাস্তের দৃশ্য। এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য্য রয়েছে তা কে পূর্ব্বে জানত।

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত ক'রে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দ্দায় আঘাত ক'রে বলে, "অন্ধ জাগো" -- তখনও মনে পড়ে আর একটা সূর্যোদয়ের কথা, যে সূর্যোদয়ের মধ্যে বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গলার সাধক বঙ্গ-জননীর দর্শন পেয়েছিল।

থাক্ - আমি বোধ হয় Pedantic হয়ে পড়েছি। তবে এটা Pedantry নয় - বাচালতা। ভাবের আদান-প্রদান বহুদিন বন্ধ থাকলে যা হয় - তারই একটা দৃষ্টান্ত। Engine যেমন মধ্যে মধ্যে তার খানিকটা Steam ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে - আমার অবস্থাও তদ্রূপ।

সেবক সমিতির কাজ ভাল চলছে শুনে সুখী হলুম। Lansdowne branch -এর সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটা উচিত নয়। আশা করি, তাঁরা কাজকর্ম্ম ভাল করছেন। দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের orphange -এর জন্য যদি কিছু করতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এটার তেমন উন্নতি হচ্ছে না বোধ হয় - অথচ কাজটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আপনাকে চিনতে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। আশা করি আপনাদের সকলের কুশল। আমার প্রীতি সম্ভাষণ ও আলঙ্গিন গ্রহণ করবেন।

ইতি – সুভাষ

শ্রী অনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখিত

মান্দালয় জেল (১৯২৫?)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া ও সকল সমাচার অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম। কার্য্যকরী সমিতির খুব বেশী সভ্য সেবাশ্রমের কাজের দিকে দৃষ্টি দেন না বলিয়া আপনারা নিরাশ বা চিন্তিত হইবেন না। অধিকাংশ কার্য্যকরী সমিতিরই এইরূপ অবস্থা। আপনাদের নিজেদের সেবা ও আগ্রহাতিশয্যের দ্বারায় অপরের আগ্রহ ও সেবা প্রবৃত্তি জাগাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে অপরের দুঃখে সমবেদনা ও সহানুভূতি না জাগিলে সেবাকার্য্য সম্ভবপর হয় না। অন্ততঃ সম্ভবপর হইলেও সার্থক হয় না। আপনাদের আত্যন্তিক সেবা ও জন-প্রীতির ফলে সমাজে অপরের হৃদয়েরও তাদৃশভাব জাগরিত হইবে - ইহাই আমার ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা।

সেবাশ্রমের বাড়ীর সঙ্গে বাগান করিবার মত জমি আছে কি?

মাসিক ১৪০্ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা আদায় হয় শুনিয়া সুখী হইলাম। বাড়ীভাড়া এখন কত দিতে হয়? বাড়ী কয় তলা এবং মোট কয়খানা ঘর আছে? কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলে কয়জন ছাত্র হয় এবং কোন্ জাতির ছাত্র পড়িতে আসে? সেবাশ্রমের বালকদের কি শিক্ষা দেওয়া হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন, সেবাশ্রমের কোনও চাকর আছে কিনা এবং থাকিলে কয়জন চাকর আছে তাহা জানাইবেন।

দৈনিক রন্ধন কে করে? বালকদের মধ্যে কয়জন তাঁতের ও Sewing machine-এর কাজ শিখিতেছে? কতদিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি বালক কাপড় বুনিতে ও সেলাই-এর কাজ (মোটামুটি কোট ও পাঞ্জাবী তৈয়ারী করা) শিখিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করেন?

বালকদের intelligence কি রকম? সেবাশ্রম সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইবেন, আমি তাহা পড়িয়া কিছু পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিব। বালকদের আহারের কি রকম ব্যবস্থা আছে তার বিস্তৃত বিবরণও পাঠাইবেন। অসুখ-বিসুখ হইলে চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা আছে? চিকিৎসা বা ঔষধের জন্য খরচ লাগে কি না?

ইতি – সুভাষ

সুভাষচন্দ্র ও সেবাশ্রম

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সুদূর মান্দালয় জেল ১৯২৫ সালের ১২ই আগষ্ট সুভাষচন্দ্র অনির্দিষ্ট কালের জন্য সেখানে কারাবাস ভোগ করছেন - নিজেকে গভীর ধ্যানে সমাহিত যোগীর মতো তিনি ধীরে ধীরে প্রস্তুত করছেন আগামী দিনের দুশ্চর্য স্বদেশ সাধনার জন্য। দেশবন্ধুর ইতিমধ্যে তিরোধান ঘটেছে - গভীর বেদনার তিনি পথের দাবীর শরৎচন্দ্রকে লিখছেনঃ

“যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার, এই দুইএর চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।”

এই বাংলা দেশকে গুরু শিষ্যে মিলে নূতন ক'রে গড়ে তুলবেন এই ছিল তাঁদের সংকল্প - আমরা ছিলাম তাঁদের সেই সঙ্কল্প সাধনের অতি সামান্য সহায়ক মাত্র। তবু যে তাঁদের দুর্লভ সংস্পর্শ লাভ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং ক্রমশঃ তাঁদের গভীর স্নেহ-প্রীতিতে যে আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল - সেজন্য এতদিন পরেও অন্তরের ভাবাবেগ উদ্বেল হয়ে ওঠে। কি গভীর ভালবাসা ছিল তাঁর বাংলা দেশের উপর - তা' উপরোক্ত চিঠির শেষে তাঁর কয়েকটি কথায় প্রকাশ পায়। তিনি লিখছেন ঃ

“এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাঙ্গলাকে কত ভালবাসি। আমার সময় সময় মনে হয় রবি বাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা ক'রে লিখেছেন -

“সোনার বাংলা! আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমা বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।”

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙ্গলার বিচিত্র রূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে - তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত -

— বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস-এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।”

সুভাষচন্দ্র অবশ্য বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতেন কংগ্রেসের কাজে। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন মানুষ গড়তে না পারলে -- যারা উপেক্ষিত, অনাদৃত, সহায় সম্বলহীন তাদের মানুষ করতে না পারলে দেশের শক্তি বাড়বে না। তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহায়তায় তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম - ১৯২৪ সালে। তিনি প্রথম ছিলেন এর সম্পাদক, পরে সভাপতির পদে বৃত হন।

মান্দালয় জেলে বসেও তিনি এই সেবাশ্রমের চিন্তা করেছেন, কিভাবে তার কর্মীদের চরিত্র গঠন করা যায় নিয়মিত পাঠের মাধ্যমে। তাই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মী হরিচরণ বাগচীকে লিখিত একখানি চিঠিতে কর্মীদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের তালিকা পাঠালেন - যথা ঃ

ধর্ম-সম্বন্ধীয়

(১) ''শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'', (২) ''ব্রহ্মচর্য'' - সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য, (৩) ''ব্রহ্মচর্য'' - শরৎ চক্রবর্তী, (৪) ''ব্রহ্মচর্য'' - ফকিরচন্দ্র দে, (৫) ''স্বামী-শিষ্য সংবাদ'' - শরৎ চক্রবর্তী, (৬) ''পত্রাবলী'' - বিবেকানন্দ, (৭) ''প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'' - বিবেকানন্দ, (৮) ''বক্তৃতাবলী'' - বিবেকানন্দ, (৯) ''ভাববার কথা'' - বিবেকানন্দ, (১০) ''ভারতের সাধনা'' - স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, (১১) ''চিকাগো বক্তৃতা'' - স্বামী বিবেকানন্দ।

সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি

(১) ''দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী'' - (বসুমতী সংস্কারণ), (২) ''বাঙ্গলার রূপ'' - গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী, (৩) ''বঙ্কিম গ্রন্থাবলী'', (৪) ''নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র'', ''প্রভাস'' ''রৈবতক'' ও ''পলাশীর যুদ্ধ'', (৫) ''যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী'' (বসুমতি সংস্করণ), (৬) রবি ঠাকুরের ''কথা ও কাহিনী'', ''চয়নিকা'', ''গীতাঞ্জলী'' ''ঘরে বাইরে'', ''গোরা'', (৭) ভূদেব বাবুর ''সামাজিক প্রবন্ধ ও পারিবারিক প্রবন্ধ'', (৮) ডি, এল, রায়ের ''দুর্গাদাস'', ''মেবার পতন'', ''রাণা প্রতাপ'', (৯) ''ছত্রপতিশিবাজী'' - সত্যচরণশাস্ত্রী, (১০) ''শিখের বলিদান'' - কুমুদিনী বসু, (১১) রামনারায়ণ বসুর ''সেকাল ও একাল'', (১২) সত্যেন দত্তের ''কুহু ও কেকা'' (কবিতা গ্রন্থ) (১৩) মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের ''আত্মজীবন চরিত'', (১৪) ''রাজস্থান'' (বসুমতী), সংস্করণ, (১৫) ''নব্য জাপান'' - মন্মথ ঘোষ (১৬) ''সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'' - রজনীকান্ত গুপ্ত, (১৭) উপেন বাবুর ''নির্বাসিতের আত্মকথা'' ও অন্যান্য পুস্তক, (১৮) ''কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস'' - উপেন্দ্র কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুপাঠ্য তিন আনা সংস্করণের অনেক মহাপুরুষের ছোট ছোট জীবনী পাবে।''

এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় - দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম সম্পর্কে তার কী গভীর দরদ ছিল।

দরদ যে ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি বহুবার। নিজের বাড়ীতে, কংগ্রেস অফিসে এবং ফরোয়ার্ড কাগজের অফিসে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তিনি যখন আলোচনা করতেন তখন তাঁর কথাবার্তায় যে আন্তরিকতা প্রকাশ পেত তা' এখনো বেশ মনে পড়ে।

নিজের কথা বলতে গিয়ে ইনসিন জেল থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকছত্র উদ্ধৃত করেছিলেন -

এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।

* * * *

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে

* * * *

গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে।

সেবাশ্রমের কর্মীদের মনে, আশা করি, এই কয়েক ছত্রের প্রত্যেক কথা অগ্নি-অক্ষরে আজও লেখা হয়ে আছে।

সেবাশ্রম কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'স্মরণী' আগষ্ট ১৯৬৩ পুস্তিকাটিতে মুদ্রিত হয়েছিল

তরুণের স্বপ্ন "সেবাশ্রম"

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

৯ই নভেম্বর ১৯২৫ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার স্বাস্থ্য ও মুক্তি কামনা করে এবং আমাদের সমবেত হৃদয়ের সম্ভাষণ জানিয়ে এক পত্র লিখি। তিনি তখন মান্দালয়ের জেলে। এই পত্রের উত্তর দেন তিনি ২৪শে ডিসেম্বর – পুলিশের সেন্সর পাশ হয়ে চিঠি আমার হাতে পৌঁছে ৫ই জানুয়ারী ১৯২৬।

চিঠিখানি দীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠায় হয়েছে। এই চিঠিতে তাঁর আদর্শবাদ, দেশের সুখদুঃখ সম্বন্ধে তাঁর মতামত, তাঁর নিজের মনের নানা ভাবের চিন্তার পরিচয় এমন সুন্দরভাবে ফুটেছে যে চিঠিখানি স্থায়ী সাহিত্যের মর্য্যাদা পেয়েছে। তিনি ছিলেন ভাবপ্রবণ দার্শনিক। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা কাম্য হলেও পতিত দলিত নিপীড়িত মানুষের সেবাই ছিল এই স্বদেশপ্রাণ তরুণের ব্রত।

সেই দূর মান্দালয় জেলে বসে তিনি "দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি" এবং "দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের" কথা ভাবতেন কারণ এ দুটাই ছিল তাঁর প্রাণের জিনিষ। তিনি নিজে উভয়ের সম্পাদক ছিলেন। আমি তখন 'সেবক সমিতি' সহকারী সম্পাদক। সমিতির কাজ ভাল চলছে জেনে তিনি খুশী হয়েছিলেন। আমি তখন 'সেবাশ্রমের' সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না তাই তিনি আমাকে লিখলেন – "দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের (Orphanage) জন্য যদি কিছু করতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এটার তেমন উন্নতি হচ্ছে না বোধহয় – অথচ কাজটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।" পরে আমি সেবাশ্রমের কাজে যোগ দেই এবং আজও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছি।

সেবাশ্রম প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়েছে। দেশ ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট পরাধীনতা হতে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু জাতি-গঠনের কাজ শেষ হয় নাই বরং এবিষয়ে আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মানবতার আদর্শ ও তাঁর নিষ্কাম কর্মের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে যদি আমরা সেবাশ্রমে তাঁর আরব্ধ কর্ম আরও সফলতার পথে নিয়ে যাই তবেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখান হবে।

সেবাশ্রম কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'স্মরণী' আগষ্ট ১৯৬৩ পুস্তিকাটিতে মুদ্রিত হয়েছিল

<u>স্মরণ</u>

সুভাষচন্দ্রের জীবনে
স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব

সুভাষবন্ধু দিলীপকুমার রায়ের একটি পত্র

বর্তমান বছরটি যেমন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ, তেমনি তাঁর পরম বন্ধু মনীষী দিলীপকুমার রায়েরও জন্মশতবর্ষ। দিলীপকুমারের জন্মদিন ২২ জানুয়ারি ১৮৯৭ এবং সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭। এই চিঠিটি উপস্থাপন করে আমরা উভয়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ওঁ

হরিকৃষ্ণ মন্দির, 'ইন্দিরা নিলয়' পুনা-৪১১০১৬
ফোন ঃ পুনা ৫৭৩৮৭ - ১৬.৯.১৯৭৬

প্রীতিভাজনেষু,

আমি এখনো খুব দুর্বল। দুটি নার্স দেখে – দিনে রাতে। ডাক্তার বলছেন, বল পেতে সময় নেবে, তবে ফাঁড়া কেটে গেছে ঠিকই। সবই ঠাকুরের ইচ্ছা – তাঁরই দয়া।

আপনাদের সঙ্গে আমার অন্তরের একটি গভীর মিল আছে। ঠাকুরই আমার জীবনের পরম আশ্রয়। তাঁর 'কথামৃত'-এর আমি পরম ভক্ত। রোজ রাতে 'কথামৃত' পান করে তবে ঘুমোই।

'সুভাষের জীবনে স্বামীজীর প্রভাব' বিষয়ে আপনি যে জানতে চেয়েছেন তা শরীরের এই অবস্থায় ফলিয়ে উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তাই আমার 'Netaji - The Man : Reminiscences' বইটি আপনাকে পাঠালাম। এর মধ্যে ঐবিষয়ে আমার জানা অনেক কথা পাবেন। তবু দু-চারটি কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

আমার বন্ধু সুভাষ পরম ভক্ত ছিল স্বামী বিবেকানন্দের, আর আমি ছিলাম ঠাকুরের। সুভাষ বলতঃ "স্বামীজীই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠার মূল।" আমি বলতাম ঃ "না, শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান – অবতারবরিষ্ঠ – একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঠাকুরের তপঃশক্তিই স্বামীজীর সবচেয়ে বড় আশ্রয়। যুগাবতারের শক্তিতেই যুগাচার্যের বিকাশ।" সুভাষ শুনত এবং স্বীকারও করত। তবে সুভাষের একটি উক্তি আমার কাছে অপ্রতিবাদ্য মনে হয়। সুভাষ বলতঃ "স্বামীজীই কর্মের দিক দিয়ে, শক্তির দিক দিয়ে এযুগে জাতিকে নবপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাই বর্তমান ভারতের নবজন্মের তিনিই উদ্গাতা এবং অধিনায়ক।"

উদ্বোধন পত্রিকার সৌজন্যে মুদ্রিত

আরও একটা কথা এপ্রসঙ্গে বলি। সুভাষও পরে স্বীকার করত, স্বামীজীর জীবনে ঠাকুরই ছিলেন তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রেরণার উৎস এবং গতি। সুভাষ বলতঃ "স্বামীজী শুধু ঠাকুরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন ছিলেন তাই নয়, ছিলেন পরম পরিপূরকও। বিশেষ করে স্বামীজীর উদ্দীপনায় ঘুমন্ত দেশ যে বিপুল কর্মজোয়ারে জেগে উঠেছিল তার মূলাধার ছিলেন সর্বতোভাবে পরমহংসদেবই। একদিকে মূলাধার, অপরদিকে পরিপূরক।" একথার সেরা প্রমাণ স্বামীজীকে পরমহংসদেবের সেই চিরস্মরণীয় তিরস্কার – "তুই তো বড় হীনবুদ্ধি রে! শুধু নিজের আনন্দের জন্য চাস নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে -- ব্যাস? আমি চাই তুই হাজার হাজার লোকের আশ্রয় হবি, আতপক্লান্তকে ছায়ার শান্তি দিবি মহীরুহের মতন। সেই আশ্রয়দান – সেই শান্তিদান করার অবস্থা নির্বিকল্প সমাধির চেয়েও বড় অবস্থা। তুই যে গান গাস - 'যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।' জীবরূপী ঈশ্বরের সেবা। আমি চাই তুই সে অবস্থা লাভ কর।" তাঁর কাছ থেকে এতবড় উদ্দীপনা আর কেউ পায়নি। সবচেয়ে বড় আধার বলেই তাঁর মধ্যেই ঠাকুর ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর সাধনের অপরিমেয় দিব্য ঐশ্বর্য। সেই উদ্দীপনায় স্বামীজী এতবড় কর্মাদর্শ দেশদেশান্তরে প্রচার করে গেলেন। এই ঠিক ঠিক কর্মযোগ। এই কর্মযোগ এযুগে স্বামীজীর দান, কিন্তু আসলে সে-দান ঠাকুরেরই। স্বামীজীর থেকে সুভাষও উদ্দীপিত হয়েছিল এই মহান আদর্শে। এই আদর্শ তারও জীবনে পরম আদর্শ হয়ে উঠেছিল। জীবসেবার আদর্শের মধ্যে স্বামীজী দিয়েছিলেন দেশসেবারও আদর্শ। সে-আদর্শকে সুভাষ মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে সুভাষ যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিল তার মূলে ছিল স্বামীজীর বেলুড় মঠের বেদান্তী সৈন্য।

আমার Netaji - The Man বইটিতে পাবেন – সুভাষ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত (rusticated) হয় তখন সে দীন-দুঃখী, রুগ্ন ও নিরক্ষরদের সেবার জন্য একটি সেবক-বাহিনী গড়ে তুলেছিল স্বামীজীর 'দরিদ্র-দেব', 'মূর্খ-দেব' - এর সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল বলেই। স্বামীজীর 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। করেছিল গান্ধীজীকেও। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের মধ্যে 'নারায়ণ'-দৃষ্টি স্বামীজী পেয়েছিলেন ঠাকুরের কাছ থেকেই। সুভাষের এই সেবক-বাহিনী কটকে সকলের দৃষ্টি কেড়েছিল। পরে কলকাতার বস্তিতেও এই সেবক-বাহিনী কাজ করত তাঁর নেতৃত্বে। দক্ষিণ কলকাতায় পরবর্তীকালে সে যে সেবাশ্রম গড়েছিল তার পিছনেও ছিল স্বামীজীর সেবাদর্শেরই প্রেরণা।

'যোগ' বলতে সুভাষ বুঝত মুখ্যতঃ কর্মযোগ, দেশ-সেবা ও স্বাধীনতার বাণীপ্রচার। এই আদর্শ সে পেয়েছিল স্বামীজীর জীবন ও বাণী থেকেই। নিবেদিতা লিখেছেন, স্বামীজী মনে-প্রাণে চাইতেন দেশ এক্ষুনি স্বাধীন হোক। সুভাষও মনে-প্রাণে তাই চাইত – শেষপর্যন্ত। তাঁর মালয়-বর্মার সৈন্যবাহিনী গঠনের মূল প্রেরণা সে পেয়েছিল, আগেই বলেছি, স্বামীজী-নির্ঘোষিত আদর্শ থেকেই। তবে এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'ও তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' স্বামীজীকেও তাঁর সন্ন্যাসি বাহিনী গঠন করার ব্যাপারে প্রেরণা দিয়েছে। স্বামীজী বলতেনঃ "গোলামের কথা কেউ শোনে না। পরাধীন ভারতবর্ষের কথায় বিদেশী

রাষ্ট্রনায়করা কখনই কর্ণপাত করবে না। সভ্যতার দরবারে নিজের মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে প্রথম দরকার ভারবর্ষের স্বাধীনতা।'' স্বামীজীর 'মানসপুত্র' সুভাষও প্রায়ই বলতঃ ''সবার আগে চাই আমাদের স্বাধীন হওয়া, নইলে পরাধীন জাতীর আত্মার বাণীতে বিশ্বনায়করা কেউ কান দেবেন না।'' এই কথা তো স্বামীজীর কথারই পূর্ণ প্রতিধ্বনি।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে স্বামীজীর প্রভাব

একথা আজ সবাই মানে। কিন্তু সে-যুগে – ৬০ বছর আগে – কজন মানত? সুভাষ স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছিল এই বহ্নিবাণী, যা তার জীবনে ''আগুনের পরশমণি'' হয়ে তার জীবনকে আপাদমস্তক নিখাদ করেছিল। তাই এযুগের স্বাধীনতার আন্দোলনে স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে পুরোহিত না হলেও তার জ্যোতির্ময় অগ্রদূত হয়েছিলেন তাঁর বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য আত্মিক বলে – একথা সঘনে ঘোষণা করা যেতে পারে। একথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ একদিকে মহীয়সী নিবেদিতা, অন্যদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এর মাঝে অবশ্য রয়েছেন তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী এবং ভারতের অগণিত মুক্তি সংগ্রামী। নিবেদিতা যে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন কেবল স্বামীজীর আদর্শে দেশসেবার দীপালি জ্বালাতে, তা কে না জানে? আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিতে উন্মুখ তরুণ সুভাষকে সংসারে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, বলেছিলেন ঃ ''দেশসেবার জন্য তোমার জীবন উৎসর্গীকৃত'', তখন তিনিও কী বুঝিয়ে দেননি যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুভাষ স্বামীজীর উত্তরসাধক হওয়ার জন্য বিধাতা-নির্দিষ্ট? মালয়-বর্মার রণাঙ্গনে সামরিক পোশাকে বিভূষিত নেতাজী সুভাষের রণহুঙ্কারের মধ্যে, সেনানীদের প্রতি দেশের জন্য আত্মবিসর্জনের আহ্বানের মধ্যে বাঙ্ময় ছিল না কি দেশপ্রেমিক বীরসন্ন্যাসীর শৌর্যমূর্তিটি এবং তাঁর আগ্নেয় আহ্বান?

এতবড় চিঠি লিখব ভাবিনি। দুর্বল না হলে আরও লিখতাম। কিন্তু বিশ্রাম নিতে হবে বলে এখানেই সমাপ্তি টানি। আরও কত কথা লিখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু লিখতে গেলে পারব না – মানে শক্তিতে কুলোবে না। তাই কিছু মনে করবেন না। মাঝে মাঝে আপনাদের কুশল সংবাদ পাঠাবেন। আনন্দ পাব।

ইতি
ভবদীয়
নিত্যশুভার্থী
শ্রীদিলীপকুমার রায়

ব্রহ্মচারী শঙ্কর মহারাজ
(বর্তমানে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ)
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোল পার্ক, কলকাতা-২৯

A FEW WORDS

Dakshin Kalikata Sevasram was founded on 11th March, 1924 with the objective of providing welfare to the needy children under the leadership of Deshabandhu Chittaranjan Das and Deshagourav Subhash Chandra Bose. It was very unfortunate for the Sevasram that within a very short period after its foundation Deshabandhu breathed his last and Deshagourav Subhash Chandra Bose was arrested.

Immediately before his arrest on 26th October, 1924, Deshagourav Subhas Chandra Bose made a fervent appeal to his fellow citizens through Ananda Bazar Patrika to extend their help towards functioning of the Sevasram. Deshagourav Subhas Chandra Bose formed a committee under the leadership of Amritalal Chatterjee and from that day onwards Shri Chatterjee steered this organization through various ups and downs till it gained a strong foothold. The constitution of the Sevasram was framed and registered in 1928. Initially the Sevasram was housed in a rented accommodation and finally Amritalal Chatterjee with the help of Deshagourav Subhash Chandra Bose, acquired the plot of land at 93 & 97 Lansdowne Road (presently Sarat Bose Road) from the Calcutta Corporation. Within two years, with the help of Prafulla Mukhopadhyay of Parijat Trust the first building of the Sevasram was constructed and Sevasram started functioning well. After Amritalal Chatterjee, the leadership was given by Dr. Govinda Prosad Mitra and Dr. Amarnath Mukhopadhyay. Dr. Amarnath Mukhopadhyay was a renowned physician with countywide fame and he could invite kingly persons as donors. Thus Sevasram could get enough financial help from Maharanis of Mayurbhanj and Coochbehar and the extension of the building could be completed. At this time the number of inmates reached 100. The Sevasram could provide shelter to the poor and destitute refugee boys during 1947-1950 and during this period the number of inmates reached upto around 150. Amarnath Mukhopadhyay invited the then Central Finance Minister, C. D. Deshmukh, who visited the Sevasram and with the help from the Central Govt. the second floor could be constructed.

After a few years, the primary school was started which was then called Dhrubendra Milan Mandir and finally in 1967 it became Dakshin Kalikata Sevasram Prathamik Bidyalaya.

Within a few years the Sevasram faced an extremely critical period and was on the verge of closing down. However, again with the active leadership and assistance of the old guard Shri Amritalal Chattopadhyay the Sevasram could recover its old glory. The senior workers Amritalal Chattopadhyay, Gourhari Chattopadhyay, Anath Bandhu Datta, Subhransu Sekhar Ghosh, Dr. Biren Bose, Subhransu Ghosh, Satyen Mitra all extended their valuable advice and inducted the new team through Smt Purnima Dasgupta, Dr. Ananda Mohan Datta, Dr. Murali Mitra and also brought into fold the young members Subhendra Maulik, Debendra Nath Bandopadhyay, Subir Ghosh, Salil Roy and the primary school teacher Shri Sibaprasad Chattopadhyay. The glorious days returned. Honorable Chief Justice Dr. Sankar Prosad Mitra extended all help to take the Sevasram to new height. The number of Govt. approved inmates crossed 50. Subsequently the Sevasram celebrated Deshabandhu's Birth Centenary, Golden Jubilee, Diamond Jubilee, Netaji's Bith Centenary and Platinum Jubilee. During Diamond Jubilee, the President of India, Giani Zail Singh visited the Sevasram. During Platinum Jubilee the Vice President of India, Krishna

Kant visited the Sevasram. In the year 1999, the Sevasram was awarded the Prestigious National Action for Child Welfare by the President K.R. Narayanan.

During the last 50 years, services rendered by Dr. Ananda Mohan Dutta, Dr. Murali Mohan Mitra, Debendranath Banerjee, Souren Banerjee, Shaymal Biswas, Sukomal Ghosh, Anathnath Mukherjee, Ashim Kumar Banerjee, Shiboprosad Chattapadhyay, Dr. Arobindo Bose, Dipak Biswas (Superintendent), Prosanta Mukherjee contributed significantly towards progress of the Sevasram. The Sevasram will always cherish their memories with deep respect.

The Sevasram is working towards fulfilment of its objective by engaging in different activities for the welfare of its inmates who come from the less fortunate section of the society and had to face difficult situations in tender age.

In the course of its long journey, the Sevasram has paved the way for its inmates to establish themselves as responsible citizens of the society. The boys, after receiving technical training from technical institutes, have been absorbed in technical sector. Some of the inmates have been absorbed in health sector after receiving para-medical training arranged by the Sevasram. Some of the inmates have established themselves in national and international fields in academics, sports and other areas.

The crisis that arose out of the Pandemic that started in 2020 severely affected the normal functioning of the Sevasram which virtually had to remain closed for almost two years following Government directives.

At present, the Sevasram is taking care of 50 inmates by providing them education, physical and vocational training besides meeting the primary needs of food and shelter.

The Sevasram has been trying its best to cope up with the post-covid scenario and is moving forward in its journey towards completion of its centenary year (2023-24) with strong commitment and conviction.

It will be pertinent to mention the support received from Shri Biswajit Matilal, senior journalist & communication consultant, in publishing this compendium. Shri Samaresh Mondal, our Superintendent, is involved in all our activities.

Subhendra Maulik

[Statutory police approval of the Managing Committee]

OFFICE OF The Commissioner of Police, Calcutta.
করণের নাম

Detective – DEPARTMENT বিভাগ

Diary or Register No. / রেজিস্টার নং

FROM

The Commissioner of Police,
Calcutta.

Department বিভাগ

Branch শাখা

Spare Copies অতিরিক্ত নকল

Collection No.

Class of Papers কাগজপত্রের শ্রেণী

Number and year of File নথির নং এবং সাল

Serial Number in File

Number and date of Orders Issued আদেশপত্রের নং এবং তারিখ

Reply No. Issued Date

SUBJECT— বিষয়— Approval of the Managing Committee of Dakshin Kalikata Sevasram.

No. 2395 DD, dated 10. 8. 71
নং , তারিখ
DD/1206-71.

To

The Secretary,
Dakshin Kalikata,
Sevasram,
93&97, Sarat Bose Road, Calcutta-26.

Sir,

With reference to your letter dt.5.7.71 on the subject noted above I would inform you that the managing committee of the Dakshin Kalikata Seveasram, 93&97, Sarat Bose Road, Calcutta-26, composed of the personnel appended below, is approved for the current financial year, 1971-72 or until any change takes place in the personnel of the said committee whichever is earlier.

Appendeix.

President: Dr. Birendra Chandra Bose.
Vice-President: Sm. Purnima Dasgupta.
Sri Satyendra Nath Mitra.
Sri Gour Hari Chatterjee.
Secretary: Dr. Ananda Mohan Dutta.
Assistant Secretaries: Sri AnathNath Mukherjee.
Sri Subhendra Maulik.
Treasurer - Sri Amritalal Chatterjee.

Yours faithfully,

for Commissioner of Police,
Calcutta.

AGP—A 620—1967-68—46,00,000
A.K/7.8.

Central Minister C. D. Deshmukh, Dr. Amarnath Mukherjee-President, Amritalal Chatterjee-Secretary at the Sevasram in 1954

Mrs. Deshmukh, Smt. Krishna Hathi Singh & other members of Central Social Welfare Board at the Sevasram in 1954

Dr. S. K. Gupta, President in 1955

Smt. Purnima Dasgupta-Vice-President, Smt. Santosh Kumari Devi-Patron, Shibprosad Chatterjee-Member
Dr. Birendra Chandra Bose-President, Gourhari Chatterjee-Vice-President,
Amritalal Chatterjee-Treasurer, Dr. Anandamohan Dutta-Secretary, Subhendra Maulik-Asst. Secretary,
Anathnath Mukherjee-Asst. Secretary on 15th August 1972

Dr. Murali Mohan Mitra, Subhendra Maulik, Justice Shankar Prasad Mitra, Shyamal Biswas, Dr. Birendra Chandra Bose, Amritalal Chattopadhyay, Anil Banerjee, Debendranath Banerjee, Bimal Chatterjee, Ashim Kumar Banerjee at C. R. Das Birth Centenary Programme

Tushar Kanti Ghosh inaugurates the Golden Jubilee in 1974

Tushar Kanti Ghosh, Justice Shankar Prasad Mitra, Rama Prosad Mookherjee, Finance Minister of W.B., Shankar Ghosh at the Golden Jubilee in 1974

Hon'ble President of India, Giani Zail Singh, Hon'ble Governor of W.B. A. P. Sharma and Justice Shankar Prasad Mitra offering tribute to the Founders - Diamond Jubilee in 1984

Amritalal Chatterjee (not in the picture), Debendranath Banerjee, Dr. Anandamohan Dutta, Dr. Murali Mohan Mitra, Justice Shankar Prasad Mitra, Hon'ble President of India Giani Zail Singh, Hon'ble Governor of W.B., A. P. Sharma, Daughter of Giani Zail Singh, Ram Kishan and Subhendra Maulik on 7th February 1984

Prabhu Dayal Himatsingka, Justice Shankar Prasad Mitra, Amritalal Chatterjee, Rama Prosad Mookherjee, Bhupendra Nath Bandyopadhyay at the inaugural function-Diamond Jubilee in 1984

Hon'ble Governor of West Bengal Viren J. Shah
at Concluding Ceremony-Platinum Jubilee on 10th March 2000

Tapan Kumar Sinha-President, Hon'ble Vice President
of India Krishna Kant & Mrs. Krishna Kant at Platinum Jubilee on 30th December 1999

Bimal Chatterjee, Subhendra Maulik, Hon'ble Governor of West Bengal,
A. L. Dias and Debendranath Banerjee at the Sevasram on 17th January 1976

Dr. Anandamohan Dutta, Hon'ble Governor of W.B., A. P. Sharma, Subhendra Maulik,
Debendranath Banerjee, Dr. Murali Mohan Mitra at Governor's House,
National Integration Camp Organized by Sevasram

Subhendra Maulik, Biplab Ganguly, Dr. Archana Banerjee, Justice Chittatosh Mookherjee, Hon'ble Governor of West Bengal, M. K. Narayanan, Swami Satyadebananda, Prosanta Mukherjee & Sudhir Kumar Banerjee at Sevasram premises on 11th March 2013

Netaji Subhas Chandra Bose Birth Centenary Celebration at Sevasram in 1997

(A) "......... Speaking at the 51st annual function of the Dakshin Kalikata Sevasram in Calcutta on Saturday, Mr. Dias said these institutions would close down unless adequate assistance was received from all quarters. Besides money, people could offer boons, food, clothes and equipment to these centres. He suggested that people should frequently visit the orphanages, talk to the boys and girls and create a sense of belonging among them.

The Governor announced a donation of Rs. 5000/- from his benevolent Fund for the Sevasram towards the purchase of books and equipment. He said the Government should make a capital grant for repairing the Sevasram building ...."

– The Statesman, 18.1.76.

(B) "......... The Governor Mr. Dias pointed out the Netaji considered voluntary efforts for tackling social ills and evils as an important task and had caused to set up several welfare institutions for the benefit of the weaker section of people. Recalling his recent visit to the Dakshin Kalikata Sevasram on Sarat Bose Road, the Governor Mr Dias referred to a letter Netaji had written form Mandalay Jail offering suggestions for the proper functioning of that philanthropic institution ...."

– The Calcutta Municipal Gazette, 14.2.76

[Letter from a former inmate who is now a scientist in New York]

515 EAST 71TH STREET. NEW YORK, N.Y. 10021

THE NEW YORK HOSPITAL-CORNELL MEDICAL CENTER

DEPARTMENT OF PEDIATRICS
DIVISION OF HUMAN GENETICS
TEL. (212) 472-4417

To
The President,
Dakshin Kalikata Sevasram
93 & 97 Sarat Bose Road
Calcutta- 700026

Date. 1.20.'89

Dear sir,

I hope you can recapitulate the discussion which I have had with you for a brief period of time during my last visit to India in June, '88. During negotiation, I made commitment to contribute some money to the Sevasram as an ex-student. In this connection, I am sending an International Money Order amounting to $40(Rs 600/-) drawn in favor of "Dakshin Kalikata Sevasram" as a registered post. Please acknowledge the check and don't hesitate to contact with me if you face problem in encashing the check.

Moreover, I strongly believe that the Sevasram had also played a significant role in building my career which ultimately paved the way to come to the USA for higher studies. I sincerely believe that in future more students from Sevasram will also be ableto come to the highly developed countries for advanced study. Whereever I stay I can't forget the contribution of Sevasram to my life. Like me innumerable students had also been benefitted by the Institute.

Finally I am attached with a Medical Center and engage in research in the field of Cancer.

With regards.

Yours sincerely,
Chattopadhyay
(Subal Ch. Chattopadhyay)

(প্রাক্তন ছাত্রের চিঠি)

সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ

আশ্রমে আমাদের আবাসিককালের শেষ কয়েক বছর লক্ষ করেছি আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে কী খেলাধুলা কী লেখাপরা সামগ্রীক উন্নতির আবহাওয়া। খেলাধুলার মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল এবং হকি। আমাদের খেলাধুলা এবং শরীর চর্চার জন্য নেতাজী বাহিনীর INA র lieutenant প্রণীল চ্যাটার্জী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে আমরা আশ্রমের ছেলেরা রবীন্দ্র সরোবরের পাশে অবস্থিত কাঁটাবেনের ঝোপ পরিষ্কার করে খেলাধুলার উপযুক্ত মাঠ তৈরি করে নিয়েছিলাম। একদিন দেখি আমরা পৌছনোর আগেই বাইরের একদলল ছেলে ওই মাঠ দখল করে খেলছে। তাদের তাড়িয়ে দিতে শাসিয়ে যায় পরের দিন দেখে নেবে। drill এর স্যার বললেন, কালকে আমরা মাঠে এমন team নামাব ওরা দূর থেকে দেখে ফিরে যাবে। পরের দিন আশ্রমের দেরশ ছেলে ওই মাঠে হাজির; তার মধ্যে দুই দলে বাইশটি ছেলে hockey stick নিয়ে খেলছে। কেউ আর মুখোমুখি হওয়ার সাহস করেনি।

পড়াশুনায় দেখা গেল বিদ্যালয়ে প্রায় প্রতি শ্রেণীতে প্রথম, দ্বিতীয় স্থান আশ্রমের ছেলেরাই দখল করে চলেছে। আশ্রমের রবি ঘোষ রায় বিদ্যালয়ে খুব নাম করেছিল। শুনেছি কলেজেও। এখন যোগাযোগ নেই। চাঁদ (চন্দ্র শেখর রায় চৌধুরী) রবি ঘোষ রায়ের batch এর ছেলে। দুজনের মধ্যে ১ম ও ২য় স্থানের প্রতিযোগিতা চলত স্কুলে। চন্দ্রশেখর বর্তমান আমেরিকায় গবেষণারত। এই চন্দ্রশেখর ৬ষ্ঠ শ্রেণীর half-yearly পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করেছিল। ওর দাদা শঙ্কর রায় চৌধুরীর অঙ্কে অসামান্য প্রতিভা আশ্রম এবং বিদ্যালয়ের বিশেষ চর্চার বিষয় ছিল। চাঁদের এই ফলের প্রেক্ষীতে দুই ভাইকে ডেকে চাঁদকে বলেন শঙ্করের ভাই হয়ে অঙ্কে তোমার এই অবস্থা কেন? শঙ্করকে আদেশ করলেন-ভাই-এর এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে এই গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে। শঙ্কর পেরেছিল। এর পর থেকে প্রায় প্রতি পরীক্ষায় চাঁদ অঙ্কে ১০০।

১৯৫৯ -এ school final -এ খুব ভাল ফল করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে pri-university তে ভর্তি হয়, এবং PU তে record marks পেয়ে first হয়। Physics hons. নিয়ে B.Sc. তে first, M.Sc. তে first class 2nd অতঃপর Kalyani University তে শিক্ষকতা, U.S.A. তে full bright scholarship ১৯৬৭ -তে U.S.A. -র Connectiocut University তে যোগদান। অনতিবিলম্বে University-র Physics-এর Director.

Fiber Optics, Photonics এবং Opto-electronics-এর উপর অনেক মৌলিক গবেষণা করেন এবং বিভিন্ন দেশের আমন্ত্রণে ওই বিষয়গুলির উপর ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ওর অধীনে physics এর বিভিন্ন topics নিয়ে PHD করেন।

১৯০৫ র এক লেখায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন Ether -এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সম্প্রতি চন্দ্রশেখর আইনস্টাইনের এই ধারনাকে ভুল প্রমানে একটি বিশেষ লেখা প্রকাশ করেছেন। লেখাটির বিষয়ঃ

Cosmic Ether, possessing Electronic Tension & Magnetic resistance is the unified field for physics journal of modern physics, 12, 671-699 : received March 12, 2021; Accepted April 29, 2021.

পরিশেষে জানাই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আশ্রমের বর্তমান ছেলেদের মাঝেও অনেক ভবিষ্যত প্রতিভা সুপ্ত আছে। বর্তমানে প্রতিভা প্রকাশের পথের ব্যাপকতার মধ্য থেকে সঠিক মনোমত বিষয় নির্বাচন এবং একাগ্রতা জরুরি।

আশ্রমের সকল ছাত্রদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শঙ্কর রায়চৌধুরী
(প্রাক্তন ছাত্র - ১৯৫৫-৫৬)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, 1999

यह राष्ट्रीय पुरस्कार

दक्षिण कालीकट सेवाश्रम, कलकत्ता (प० बंगाल)

को बाल कल्याण के क्षेत्र में समुदाय के प्रति मूल्यवान सेवाओं की राजकीय मान्यता में दिया जाता है।

नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2000

सचिव
भारत सरकार

Government of India

Ministry of Human Resource Development

Department of Women and Child Development

National Award for Child Welfare, 1999

This National Award is given to

Dakshin Kalikata Sevasram, Calcutta (West Bengal)

in public recognition of the valuable services to the community rendered in the field of child Welfare.

New Delhi
Dated : 28th June, 2000

Secretary to
Government of India

Our Activities

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

স্থাপিত - ১৯২৪

৯৩ ও ৯৭ শরৎ বোস রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০২৬

93 & 97, SARAT BOSE ROAD, KOLKATA 700 026

dksevasram@gmail.com / 2474 0748

Edited by Biswajit Matilal, published by Subhendra Maulik & printed by Sunshine Graphics : 159/B, B.B. Ganguly Street, Kolkata - 700 012